বাংলাদেশ পরিচিতি

তথ্যপ্রবাহ.....

- **রাজধানী ঃ** ঢাকা।
- **রাষ্ট্রভাষা ঃ** বাংলা।
- **লোকসংখ্যা ঃ**
- **পুরুষ ও মহিলা অনুপাত ঃ**
- **জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ**
- **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঃ**
- **মানুষের গড় আয়ু ঃ**
- **স্বাক্ষরতার হারঃ**
- **গড় মাথাপিছু আয় ঃ**
- **স্থানীয় সময় ঃ** গ্রীনিচ সময় অপেক্ষা ৬ ঘন্টা আগে।

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

০১. **বাংলাদেশ একটি -**
ক. গণ প্রজাতন্ত্রী খ. প্রজাতন্ত্র
গ. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘ. গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

০২. **বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম-**
ক. People's Republic in Bangladesh
খ. Bangladesh People's Republic
গ. The Republic of Bangladesh
ঘ. People's Republic of Bangladesh

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

সাধারণ আলোচনা:

- **ভৌগলিক অবস্থান:** ২০০৩৪″ উত্তর হতে ২৬০৩৮″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০০১″ পূর্ব হতে ৯২০৪১″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
- **সীমানা:** উত্তরে: ভারতের পশ্চিমবঙ্গ , আসাম ও মেঘালয়
- **পূর্বে:** ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার
- **পশ্চিমে:** ভারতের পশ্চিমবঙ্গ
- **দক্ষিণে:** বঙ্গোপসাগর

ভারত ও মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ:

পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ:
১. রাজশাহী, ২. নবাবগঞ্জ, ৩. নওঁগা, ৪, জয়পুরহাট, ৫. পঞ্চগড়, ৬. লালমনিরহাট, ৭. দিনাজপুর, ৮. ঠাকুরগাঁও, ৯. নীলফামারী, ১০. যশোর, ১১. কুষ্টিয়া, ১২. মেহেরপুর, ১৩. ঝিনাইদহ, ১৪. চুয়াডাঙ্গা, ১৫. সাতক্ষীরা।

আসামের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ:
১. কুড়িগ্রাম, ২. সিলেট, ৩. সুনামগঞ্জ, ৪. মৌলভীবাজার

ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ:
১. ফেনী, ২. কুমিলণ্ঢা, ৩. হবিগঞ্জ, ৪. ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ৫. খাগড়াছড়ি, ৬. চট্টগ্রাম, ৭. রাঙ্গামাটি

মেঘালয়ের সাথে বাংলাদেশেল সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ:
১. নেত্রকোনা, ২. শেরপুর, ৩. জামালপুর, ৪. ময়মনসিংহ।

মিজোরামের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসসমূহ:
১. রাঙামাটি

মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ:
১. রাঙামাটি, ২. বান্দরবান, ৩. কক্সবাজার।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের অবস্থান ক্রান্তীয় অঞ্চলে।
- ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-
  ১. পাহাড়ী এলাকা
  ২. সোপান অঞ্চল
  ৩. প- াবন ভূমি বা পাললিক সমভূমি অঞ্চল।
- বাংলাদেশের পাহাড়গুলো গঠিত হয়- টারশিয়ারী যুগে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং উঁচু পাহাড়- গারো পাহাড় (ময়মনসিংহ)।
- ঢাকার প্রতিপাদ স্থান অবস্থিত- চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে।
- 'বরেন্দ্রভূমি' বলা হয়- রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাংশকে।
- বরেন্দ্রভূমির আয়তন - ৯,৩২৪ বর্গ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের ভূ-খন্ড সৃষ্টির পূর্বে এখানে ছিল- বঙ্গখাদ বা Bango-Basin.
- বাংলাদেশে আগে সাগর ছিল তার প্রমাণ- চুনাপাথরের খনি।
- বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে- কর্কটক্রান্তি রেখা বা ৯০০ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা বা ট্রপিক অব ক্যানসার।
- কাপ্তাই থেকে পণ্ঢাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকাকে বলা হয়-ভেঙ্গী ভ্যালি।
- মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অবস্থিত- গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।
- মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়-এর আয়তন- ৪,১০৫ বর্গ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দরবন।
- 'Swatch of no ground'- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।

ভৌগলিক অবস্থানগত বিবরণ

এক নজরে

অবস্থান	থানা	জেলা	অন্যান্য
সর্ব উত্তরের	তেতুঁলিয়া	পঞ্চগড়	গ্রাম- জায়গেরজোত

			স্থল বন্দর- বাংলাবান্ধা
সর্ব দক্ষিণের	টেকনাফ	কক্সবাজার	লোকালয়- কলাপাড়া ভূখন্ড- ছেঁড়াদ্বীপ ইউনিয়ন- সেন্টমার্টিন
সর্ব পূর্বের	থানচি	বান্দরবান	স্থান- আখানঠং
সর্ব পশ্চিমের	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	স্থান- মনাকশা

বাংলাদেশের

- উত্তর-পশ্চিম কোণের থানা- তেঁতুলিয়া
- উত্তর-পূর্ব কোণের থানা- জকিগঞ্জ
- দক্ষিণ-পূর্ব কোণের থানা- টেকনাফ
- দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের থানা- শ্যামনগর।

আয়তনে বাংলাদেশের

বড় বিভাগ	-	চট্টগ্রাম
ছোট বিভাগ	-	সিলেট
বড় জেলা	-	রাঙ্গামাটি
ছোট জেলা	-	মেহেরপুর (৭১৬ ব. কি. মি.)
বড় থানা	-	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
ছোট থানা	-	কোতয়ালী (ঢাকা)

জনসংখ্যায় বাংলাদেশের

বড় বিভাগ	-	ঢাকা
ছোট বিভাগ	-	সিলেট
বড় জেলা	-	ঢাকা
ছোট জেলা	-	বান্দরবান
বড় উপজেলা	-	বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)
ছোট উপজেলা	-	রাজস্থলী (রাঙ্গামাটি)

জেলায় জেলায় বাংলাদেশ

- বর্তমানে বাংলাদেশে জেলা আছে ৬৪ টি।
  [প্রস্ড়াবিত, ভৈরব জেলা ছাড়া]
  বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা ১৯টি।
- বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে দেশে প্রস্ড়াবিত ভৈরব জেলা ছাড়াই ৬৪টি জেলা রয়েছে। আর উপকূলীয় জেলার সংখ্যা ১৯। তাছাড়া সীমান্ড়বর্তী ৩২টি জেলার ৮টি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাথে। ভারত ও মায়ানমারের সাথে একমাত্র সীমান্ড়বর্তী জেলা। রাঙামাটি এটি আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা। আর আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা মেহেরপুর। নিচে সংক্ষেপে বাংলাদেশের জেলাগুলোর বিবরণ তুলে ধরা হল।

ঢাকা জেলা

- ঢাকা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়-১৭৭২ সালে। ঢাকার প্রাচীন নাম- জাহাঙ্গীরনগর।
- ঢাকা জেলার আয়তন-১৪৬০ বর্গকিলোমিটার।
- ঢাকা জেলার মেট্রোপলিটন থানা- ৪১ টি (সর্বশেষ বংশাল থানা)
- সবচেয়ে বেশী (২০টি) সংসদীয় আসন ঢাকা জেলায়।
- ঢাকা জেলার প্রধান নদ-নদী বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বংশী, ধলেশ্বরী ইত্যাদি।
- ঢাকার ঐতিহাসিক স্থানগুলো-লালবাগ কেলণ্ডা, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, আহসান মঞ্জিল, পরিবিবির মাজার, ঢাকেশ্বরী মন্দির, হোসনি দালান, চামেলী হাউস, বাহাদুর শাহ পার্ক, (ভিক্টোরিয়া পার্ক), কার্জন হল (ঢ.বি), জাতীয় স্মৃতিসৌধ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (রেসকোর্স ময়দান), বঙ্গভবন গণভবন, বলধাগার্ডেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

গাজীপুর জেলা

- প্রাচীন নাম: জয়দেবপুর
- গাজীপুর জেলার আয়তন-১৭৪১ বর্গ কি.মি.
- গাজীপুর জেলার, উপজেলা ৫টি। গাজীপুর সদর, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, কালিগঞ্জ।
- গাজীপুর জেলায় অবস্থিত-আনসার ও ভিডিপি একাডেমী, স্কাউট একাডেমী, জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ভাস্বর্য জাগ্রত চৌরঙ্গী, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, দেশের একমাত্র মহিলা কারগার।

নরসিংদী জেলা

- নরসিংদীর উলেণ্ডখযোগ্য নদ-নদী মেঘনা, শীতলক্ষ্যা।
- নরসিংদীর উপজেলা-৬টি।
- নরসিংদী ঐতিহাসিক স্থান-উয়ারি বটেশ্বর।
- নরসিংদী জেলার কৃতিসন্ড়ান- ড. আলাউদ্দিন আল-আজাদ, শহীদ আসাদ, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান।
- "মতিনগর" গ্রামটি নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায়।

মুন্সিগঞ্জ জেলা

- মুন্সিগঞ্জের প্রাচীন নাম-ইন্দ্রাকপুর/বিক্রমপুর।
- মুন্সিগঞ্জ জেলার উলেণ্ডখযোগ্য নদ-নদী ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা।
- ঐতিহাসিক স্থান-ইন্দ্রাকপুর কেলণ্ডা, অতীশদীপঙ্করের জন্মস্থান পন্ডিত ভিটা, সোনাকান্দা দুর্গ।
- মুন্সিগঞ্জের কৃতিসন্ড়ান-স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, অতীশ দীপঙ্কর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মানিক বন্দোপাধ্যায়, স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন।
- বাংলাদেশের একমাত্র ঔষধ শিল্প পার্ক অবস্থিত এই জেলার গজারিয়ায়।

নারায়ণগঞ্জ জেলা

- নারায়নগঞ্জকে বলা হয় প্রাচ্যের ডান্ডি।
- বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প সমৃদ্ধ জেলা।
- উলেণ্ডখযোগ্য নদ-নদী, মেঘনা, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা।
- এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল এখানেই অবস্থিত ছিল।
- নারায়নগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক স্থান-সোনারগাঁও, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মাজার, পাঁচ বিবির মাজার, পানামনগর, পাগলা সেতু, বাংলার তাজমহল।
- জ্যোতি বসুর জন্মস্থান নারায়ণগঞ্জ।

- উপমহাদেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এখানেই প্রতিষ্ঠা করেন শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা।
- সোনারাগাও ছিল প্রাচীন বাংলার উত্থান পতনের জীবন্ড় সাক্ষী।

মানিকগঞ্জ

- সুফি সাধক মানিক শাহের নামানুসারে মানিগঞ্জের নামকরণ।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী–পদ্মা, যমুনা ও ধলেশ্বরী।
- উলেণ্টখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থানসমূহ-ইমামপাড়া জামে মসজিদ, একচালা দূর্গ, মত্তের মঠ, শ্রীশ্রী আনন্ত্রী কালিবাড়ী, বাইমাইলের নীলকুঠি, বাযরা নীলকুঠি, দশচিড়া বৌদ্ধবিহার, নবরত্ন মঠ, মাচাইন মসজিদ তেওতা ও ধানকোড়া জমিদার বাড়ী।
- মানিকগঞ্জের কৃতিসন্ড়ান- ভাষা সৈনিক শহীদ রফিক, হীরালাল সেন, ড. দীনেশচন্দ্র সেন ও নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্যসেন।

টাঙ্গাইল জেলা

- টাঙ্গাইল জেলার উপজেলা- ১২টি।
- টাঙ্গাইল জেলার নদ-নদী যমুনা, ধলেশ্বরী ও বংশী
- টাঙ্গাইল চমচমের জন্য বিখ্যাত।
- টাঙ্গাইলের ঐতিহাসিক স্থান- আতিয়া জামে মসজিদ, মধুপুরের গড়, ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, কুমুদিনী হাসপাতাল।
- কৃতিসন্ড়ান-মওলানা ভাসানী, ড. আশ্রাফ সিদ্দিকী, কবি রফিক আজাদ।

ময়মনসিংহ

- দেশের প্রথম মডেল থানা ভালুকা ময়মনসিংহে অবস্থিত।
- ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ দিয়ে প্রবাহিত।
- প্রাচীন নাম-নাসিরাবাদ।
- ময়মনসিংহের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ- নজরুলের স্মৃতিময় বিশ্রামের দরিরামপুর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গারো পাহাড়, চীনা মাটিতে সমৃদ্ধ বিজয়পুর।
- ময়মনসিংহের প্রাচীন নাম মোমেনশাহী/নাছিরাবাদ।
- বাংলাদেশের একমাত্র সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিশালে অবস্থিত।
- কৃতিসন্ড়ান-শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন, আবুল মনসুর আহমেদ।

শেরপুর জেলা

- গাজী বংশের শেরগাজীর নামানুসারেই শেরপুর নামকরণ।
- শেরপুরের নদ-নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র মৃগী, বংশ ম্যালিনী।
- উলেণ্টখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান-শেরআলী গাজীর মাজার পানিহাটা দীঘি, গজনী অবকাশ কেন্দ্র, কাচবালি ও সিলিকা।

জামালপুর জেলা

- প্রাচীন নাম-সিংহজানি
- হযরত শাহজালাল (রঃ) এখানে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন।
- যমুনা সারকারখানা, শাহজামালের মাজার ও দয়ামন্দির এখানে।
- গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবুর জন্মস্থান।

নেত্রকোনা জেলা

- নেত্রকোনা জেলাকে মাছ-ভাতের খনি বলা হয়।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী বংশ, বাউলাই, সোমেশ্বরী, মুগর ধনু।
- ঐতিহাসিক স্থানসমূহ-গারো পাহাড়, খোঁজার দিঘী, সুসং মহারাজার বাড়ি, কৃষ্ণপুর বৌদ্ধমঠ ইত্যাদি।
- উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি বিরিশিরি এখানে অবস্থিত।
- বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, হুমায়ুন আহমেদ, জাফর ইকবাল, কবি নির্মলেন্দু, গুণ ও যতীন সরকার এর জন্মস্থান।

কিশোরগঞ্জ জেলা

- কৃষ্ণদাশ প্রামানিকের ছেলে নন্দ কিশোরের নামানুসারে নামকরণ।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, ধনু, নরস।
- কৃতি সন্ড়ান সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সত্যাজিত রায়।
- ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ কিশোরগঞ্জের নরসুন্দর নদীর তীরে অবস্থিত।
- সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ জেলা ভেঙে ভৈরব জেলা করার প্রস্ড়াব হয়েছে।

শরীয়তপুর জেলা

- প্রাচীন নাম-ইন্দ্রাকপুর পরগনা
- হাজী শরীয়ত উলণ্টাহর নামানুসারে নামকরণ।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: পদ্মা, মেঘনা, পালং।
- ঐতিহাসিক স্থান-ধানুকার মনসমা বাজি, ফতেজং দূর্গ, কেদারবাড়ি।

রাজবাড়ি জেলা

- প্রাচীন নাম-গোয়ালন্দ।
- ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি জেলা।
- রাজবাড়ির উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী-পদ্মা, কুমার, চন্দনা, গড়াই, মধুমতি ভূবনেশ্বরী।
- ঐতিহাসিক স্থান- লক্ষীকোলের রাজবাড়ি, মীর মশাররফ হোসেনের বাড়ী।

মাদারীপুর জেলা

- হযরত বদরউদ্দিন শাহ মাদার (র:) এর নামানুসারে নামকরণ।
- প্রখ্যাত স্থপতি এফ আর খানের পৈর্তৃক নিবাস।
- ঐতিহাসিক স্থান-পর্বতের বাগান, শাহ মাদারের দরগাহ, রাজারাম মন্দির।

ফরিদপুর জেলা

- ফরিদপুরের প্রাচীন নাম ফতেহাবাদ।
- কামেল পীর শেখ ফরিদের নামানুসারে নামকরণ।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: পদ্মা, মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ।
- ফরিদপুরে রয়েছে নদী-গবেষণা ইনস্টিটিউট, আটরশি পীরের দরবার, কামারখালি গড়াই সেতু, মসুরাপুরের মন্দির।
- কৃতিসন্ড়ানঃ মহাকবি আলাওল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নবাব আব্দুল লতিফ, কবি জসীম উদ্দিন।

গোপালগঞ্জ জেলা

- রানী রাসমনির নাতি গোপালের নামানুসারে নামকরণ
- মধুমতি নদী গোপালগঞ্জ দিয়ে বহমান।
- বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান।

চট্টগ্রাম জেলা

- বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ইসলামাবাদ/ চট্টলা/সাতিলগঞ্জ/পোর্টগ্রা্ন্ড।

- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী কর্ণফুলী, সাঙ্গু, হালদা।
- বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার-চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর।
- চট্টগ্রামের উলেণ্টখযোগ্য স্থান সমূহ-ফয়েজলেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, বায়েজিদ বোস্ড্রমির মাজার, আগ্রাবাদ জাতিতত্ত্ব জাদুঘর, জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, সীতাকুন্ড ইকোপার্ক, চন্দ্রনাথ মন্দির, মিনি বাংলাদেশ ঐতিহাসিক কোর্ট বিল্ডিং, লালদীঘি ময়দান।
- কৃতিসন্ড্রান-মাস্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, আবুল ফজল, ড. মুহাম্মদ ইউনুস, আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ।
- দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম ও (WTO) কর্তৃক হেলফ সিটি হিসেবে স্বীকৃত।

রাঙামাটি

- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: কর্ণফুলী, শঙ্গ, কাশালং, বানখিয়াং।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থানসমূহ-উপজাতীয় জাদুঘর, চাকমা রাজবাড়ী, শুভলং প্রাকৃতিক ঝরনা, ঝুলন্ড় সেতু ও কাপ্তাই হ্রদ।

বান্দরবান জেলা

- প্রকৃতির লীলাভূমি বান্দরবান।
- বাংলাদেশের সর্বপূর্বের স্থান থানচি।
- বান্দরবান জেলার উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: সাঙ্গু, মাতামুহুরী।
- ঐতিহাসিক স্থান-বোমাং রাজারবাড়ি, মেঘলা রিসোর্ট কেওক্রাডং, তাজিংডং চিম্বুক ঝরণা, শৈল প্রপাত, নীলগিরি পর্বত, স্বর্ণমন্দির।

খাগড়াছড়ি জেলা

- ঐতিহাসিক স্থান-আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র, রিছং ঝরনা।
- প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, পানছড়ি, শান্ড়িপুর অরণ্যকুটির।

কক্সবাজার জেলা

- প্রাচীণ নাম: পালংকি।
- ক্যাপ্টেন হীরন কক্স এর নামানুসারে নামকরণ।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থানসমূহ-কুতুবদিয়া বাতিঘর হিমছড়ি, পরীর দ্বীপ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, মহেশখালী দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, ইনানী সমুদ্র সৈকত।

ফেনী জেলা

- প্রাচীনক নাম-শমসের নগর।
- সামন্ড় রাজা ফনীর নামানুসারে নামকরণ।
- জেলার নামে নদী–ফেনী নদী।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-চাঁদগাজী মসজিদ, মহিপালের বিজয়সিংহ দীঘি
- কৃতিসন্ড্রান-নাট্যকার সেলিম আলদীন, শহীদ জহির রায়হান শহীদুল- াহ কায়সার, বেগম খালেদা জিয়া, শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী।

লক্ষীপুর জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদী-মেঘনা ও কাতিয়া।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-দালালবাজারের জমিদার বাড়ি, খোয়াসাগর দীঘি, কমলাসুন্দরী দীঘি, জীনের মসজিদ, কচুয়া দরগাহ, হরিশ্চর দরগাহ।

নোয়াখালী জেলা

- প্রাচীন নাম ভুলুয়া, অপর নাম সুধারাম।
- জেলার নামে সদর নেই, জেলা সদরের নাম মাইজদী সদর।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-বজরাশাহী মসজিদ, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট, নিঝুম দ্বীপ।
- বীরশ্রেষ্ঠ র ুল আমীনের জন্মস্থান।
- মহাত্মাগান্ধী বাংলাদেশের যে জেলা সফর করেন-নোয়াখালী।

চাঁদপুর জেলা

- চাঁদ ফকিরের নামানুসারে নামকরণ।
- হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ, ভাসমান স্মৃতিস্ড্রম্ভ-অঙ্গীকার অবস্থিত
- উলেণ্টখযোগ্য নদী-মেঘনা, ডাকাতিয়া।

কুমিলণ্টা জেলা

- প্রাচীন নাম-ত্রিপুরা।
- কুমিলণ্টার দুঃখ বলা হয় গোমতী নদীকে।
- কুমিল- ার ঐতিহ্য-রসমালাই।
- ঐতিহাসিক স্থান-ময়নামতি, লালমাই পাহাড়, শালবন বিহার, বার্ড বাংলাদেশ, পলণ্টী উন্নয়ন একাডেমী, ধর্ম সাগর, যুদ্ধভাসান ভাস্কর্য, বাখড়াবাদ ক্ষেত্র, লাকসাম জংশন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: তিতাস, সালদা ও মেঘনা।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-তিতাস গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র, আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ সারকারখানা।

রাজশাহী জেলা

- প্রাচীন নাম-কর্নসুবর্ণ
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: পদ্মা, আত্রাই, মহানন্দা।
- ঐতিহাসিক স্থানসমূহ–পোরশা জমিদার বাড়ি, পুঠিয়া রাজবাড়ি, সোনা মসজিদ, হযরত শাহ মাখদুম (রঃ) এর মাজার, শিব মন্দির, বরেন্দ্র জাদুঘর, পুলিশ একাডেমী, ভুব মোহন পার্ক।
- রাজশাহীকে বলা হয় সিল্ক সিটি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

- প্রাচীন নাম: গৌড়।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: পদ্মা, যমুনা, মহানন্দা, পুনর্ভবা, নন্দাগুজা।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান সমূহ-ছোট সোনা মসজিদ, আম গবেষণা কেন্দ্র, নাচোল রাজবাড়ি।

নাটোর জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদী-আত্রাই, বড়াল, নাগর ও তুলসী।
- কাঁচা গোলণ্টার জন্য বিখ্যাত।
- রানী ভবানীর স্মৃতি বিজড়িত উত্তরা গণভবন এখানে।
- উলেণ্টখযোগ্য অবস্থান–চলন বিল, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনি কল "নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল" দেশের উষ্ণতমস্থান লালপুর।

বগুড়া জেলা

- যমুনা, করতোয়া, নাগর ও বাঙ্গালির নদীর বগুড়া।
- শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম, মহাস্থানগড়, বেহুলা লক্ষীন্দরের বাসর, শাহ সুলতান বলখী (রাঃ) মাজার।
- শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্মস্থান।

সিরাজগঞ্জ জেলা

- জমিদার সিরাজের নামানুসারে নামকরণ
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান–মক্কা আউলিয়া মসজিদ, বেহুলার বাড়ি, শিব মন্দির।
- কৃতি সন্ড্রান–আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী নায়িকা সুচিত্রা সেন, ক্যাপ্টেন এম.মনসুর আলী, ড.আব্দুল- াহ আল মুতী শরফুদ্দীন।

পাবনা জেলা

- পদ্মা ও যমুনার মিলনস্থান পাবনা জেলা
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতাল, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ।

জয়পুর হাট

- যমুনা, হারাবাত ও তুলসী গঙ্গা নদী প্রবাহিত।
- জামালগঞ্জের কয়লাখনি ও জয়পুরহাট চিনিকল অবস্থিত।

নীলফামারী জেলা

- নীল চাষের জন্য নীলফামারী নামকরণ।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: তিস্ড়া, ঘাগট, শিঙ্গীমারী।
- ঐতিহাসিক স্থান–নীল সাগর, নীল কুঠি, সৈয়দপুর গীর্জা, ডিমলা রাজবাড়ি।
- রাজা ধর্মপালের গড়, তিনগম্বুজ বিশিষ্ট ভেড়ভেড়ী জামে মসজিদ।

গাইবান্ধা জেলা

- গাইবান্ধার প্রাচীন নাম-ভবানীগঞ্জ।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: যমুনা, তিস্ড়া, আত্রাই।
- ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান: বর্ধন কুঠি, নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ি মীরের বাগান, শাহ সুলতান গাজীর মসজিদ।
- ইতিহাস খ্যাত রাজা বিরাটের গো-চারণভূমি থেকেই গাইবান্ধা নামকরণ।

রংপুর জেলা

- রংপুর থেকে উৎপত্তি। যার অর্থ আনন্দ নিকেতন
- তিস্ড়া নদী বহমান।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থানসমূহ: কারমাইকেল কলেজ, তিস্ড়া ব্যারেজ, পায়রাবন্দ, বেগম রোকেয়ার বাড়ি, কেরামাতিয়া মসজিদ, রংপুর জাদুঘর, মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (রাঃ) মাজার।
- গম, তামাক ও আলু গবেষণা ইনষ্টিটিউট অবস্থিত।

কুড়িগ্রাম জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদীঃ যমুনা, ধরলা, মোয়াতি, দুধকুমার, তিস্ড়া।
- ঐতিহাসিক স্থান: নয়ারহাটে মোঘল আমলের মসজিদের অবশিষ্টাংশ আরবি ভাষায় মসজিদের শিলালিপি সিদ্ধেশ্বরী মন্দির।

লালমনিরহাট জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদী: তিস্ড়া, শিংগীমারী ইত্যাদি।
- ফকির মজনু শাহের জন্মস্থান।
- ঐতিহাসিক স্থান-কবি বাড়ি (প্রখ্যাত সাহিত্যিক শেখ ফজলুল করিমের বাস্তুভিটা ও সংগ্রহশালা)।

দিনাজপুর জেলা

- প্রাচীন নাম: গন্ডোয়াল্যান্ড
- উলেণ্টখযোগ্য নদী-করতোয়া, পূর্ণভবা, টাঙন, যমুনা ও দীপা।
- "মহিলা নদী" নামে একটি নদী আছে।
- ঐতিহাসিক স্থান: কান্ড়জীর মন্দির, রামসাগর দীঘি, চেহেল গাজী (রাঃ) এর মাজার ও মসজিদ, শালবন ও সীতাকোট বিহার।

পঞ্চগড় জেলা

- হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হিমালয় কন্যা।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: করতোয়া, টালমা, বুড়ী, তিস্ড়া, ভাহুক পাথর রাজ, মহানন্দা।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান– রারো আউলিয়ার বাজার, সর্ব উত্তরের থানা–তেঁতুলিয়া ও স্থান বাংলাবান্দা অবস্থিত।

ঠাকুরগাঁও জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী টাঙন, কুলিক, নাগর।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান: রাজা টংকনাথের বাসভবন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

খুলনা জেলা

- প্রাচীন নাম-জাহানাবাদ
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: পশুর, শিবমা, কপোতাক্ষ, ভদ্রা ইত্যাদি।
- রূপলাল সাহার নামে রূপসা নদী।
- ঐতিহাসিক স্থান: সুন্দরবন, মংলা বন্দর, হাদিস পার্ক, কবি কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ি, প্রেমকানন।
- বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের সমাধি স্থান।

যশোর জেলা

- প্রাচীন নাম–খলিফাতাবাদ।
- স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা।
- ফরাসী শব্দ জসর থেকে যশোর নামের উৎপত্তি।
- উলেণ্টখযোগ্য নদ-দী: কপোতাক্ষ, ভৈরব, ভদ্রা।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি, হাজী মুহম্মদ মহসীন নির্মিত ইমাম বাড়ি।
- এয়ার ফোর্স ট্রেনিং সেন্টার ও তুলা গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত।

ঝিনাইদহ জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: নবগঙ্গা ও কুমার।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান–গোড়াই মসজিদ, জোড় বাংলার মসজিদ, শ্রীরাম রাজার দীঘি, সওদাগরের ঘী ও মসজিদ, শৈলকূপা, নলডাঙ্গা রাজবাড়ি, মনসা মন্দির(মেহেরপুর)।
- এশিয়ার বৃহত্তম বটগাছ বেথুলী বটগাছ ঝিনাইদহে।

নড়াইল জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদী: ভৈরব, কুমার, মধুমতি, চিত্রা।
- নড়াইল এক্সপ্রেস খ্যাত মাশরাফি বিন মূর্তজার জন্মস্থান
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-কদমতলার মসজিদ, কেশব রায়ের বাড়ি, গোবিন্দ মন্দির, শিল্পী এস এম সুলতানের চিত্রকর্মশালা।

সাতক্ষীরা জেলা

- প্রাচীন নাম: সাতঘরিয়া
- উলেণ্টখযোগ্য নদী–রায়মঙ্গল, কালিন্দী, মালঞ্চ, বেতনা, পাঙ্গাশিয়ার।
- হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত।
- জাহাজমারা ও সুন্দরবন অবস্থিত।

বাগেরহাট জেলা

- প্রাচীন নাম: খলিফাবাদ।
- বাগ-বাগিচায় পরিপূর্ন ও জেলার প্রতিষ্ঠাতা সাধক খানজাহাজ আলী।
- মংলা, মধুমতি, শীলা ও হরিনঘাটা নদী বহমান।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-ষাট গম্বুজ মসজিদ, খানজাহান আলী (রাঃ) এর মাজার, হিরণ পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট, মংলা সমুদ্রবন্দর, সুন্দরবনের একাংশ।

মাগুরা জেলা

- গড়াই, কুমার ও নবগঙ্গা প্রবাহিত।

- উলেণ্টখযোগ্য স্থান–শাহ সুফী হামিদ (রঃ) এর মাজার, কেশ সাগর, গড়াই সেতু, রাজা সত্যজিত রায়ের রাজবাড়ি, সিদ্ধেশরী মঠ।
- দেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা মাগুরা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদী-নবগঙ্গা ও ইছামতী।

কুষ্টিয়া জেলা

- প্রাচীন নাম-নদীয়া।
- কুষ্টিয়া গ্রামের নামে নামকরণ।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-লালন শাহের মাজার, রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, (শিলাইদঘ., ভেড়ামাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

মেহেরপুর জেলা

- মেহের আলী দরবেশের নামানুসারে নামকরণ।
- মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বৈদ্যনাথ তলা হচ্ছে ঐতিহাসিক স্থান।
- দেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার এ জেলাতেই গঠিত হয়।

বরিশাল জেলা

- বাংলার শস্যভান্ডার বরিশাল।
- প্রাচীন নাম-চন্দ্রদ্বীপ/বাকলা/ইসমাইলপুর।
- উলেণ্টখযোগ্য নদী: মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, বিমাখালী, কীর্তনখোলা, তেতুঁলিয়া, কালাবদর।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-সংগ্রাম কেলণ্টা, শরিফুলের দুর্গ জোড় মসজিদ (ভাঁটিগানা), শেরে বাংলা জাদুঘর (চাখার) অক্সফোর্ড মিশন, কীর্তনখোলা গার্ডেন।
- প্রাচ্যের ভেনিস বলা হয় বরিশালকে।
- রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাসের জন্মস্থান।

পিরোজপুর জেলা

- উলেণ্টখযোগ্য নদ-নদী: মধুমতী, বালাশ্বরী, কচাখালী, সন্ধ্যা।

ঝালকাঠি জেলা

- সুগন্ধা ও বিশখালী নদী বহমান।

বরগুনা জেলা

- বিশখালী, মানিক, চঘাই নামে নদী রয়েছে।
- ঐতিহাসিক স্থান-বেতাগীর বিবিচিনি মসজিদ, তালতলীর বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ একাডেমী, টেপুরার গাজী কালুর মাজার।

ভোলা জেলা

- ভোলাগাজী নামক জৈনক ফকিরের নামানুসারে নামকরণ।
- তেতুঁলিয়া, শাহবাজপুর, বোয়ালিয়া নামে নদী রয়েছে।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান–শাহবাজপুর গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র ও মনপুরা দ্বীপ।

সিলেট জেলা

- প্রাচীন নাম–জালালাবাদ/শ্রীহট্ট।
- হযরত শাহজালাল (রা:) এর পুন্যভূমি।
- উলেণ্টখযোগ্য নদী–সুরমা, কুশিয়ারা, সারিগা ও ঐতিহাসিক শাহজালাল (র:) ও শাহপরান (র:) এর মাজার, জাফলং, তামাবিল, জৈন্ড্রপুর চা বাগান, ছাতক, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র, তেল উৎপাদন কেন্দ্র, কালি-মন্দির, কালীঘাট।
- ৩৬০ আউলিয়ার আবাসভূমি সিলেটকে সাইবার সিটি বলে।

পটুয়াখালী জেলা

- সাগরকন্যা–পটুয়াখালী।
- উলেণ্টখ যোগ্য নদী-তেতুঁলিয়া, আগুনমুখো, পায়রা।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান-মজিদ বাড়ীয়া শাহী মসজিদ, দয়াময়ীর মন্দির কমলা রানীর দীঘি, আগুনমুখো, শ্রীরামপুরের পুরাকীর্তি, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত।
- রাখাইন উপজাতির বসবাস।
- খেপুপাড়া আবহাওয়া কেন্দ্র অবস্থিত

মৌলভীবাজার জেলা

- ধলাই ও মনু নদী প্রবাহিত
- উলেণ্টখযোগ্য স্থান–খোয়াজা মসজিদ, মাধবকুন্ড জলপ্রপাত, মাধব মন্দির, রঙ্গীরকুল বিদ্যাশ্রম
- চা জাদুঘর ও গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত।

হবিগঞ্জ জেলা

- কালসী, খোয়াই ও সুতাং নামে নদী রয়েছে।
- ঐতিহাসিক স্থান–উচাইলের রহস্যময় মসজিদ, রাণীর দীঘি, চম্পাবতীর মাজার, চা বাগান।
- এশিয়ার বৃহত্তম গ্রাম বানিয়াচং হবিগঞ্জ জেলায়।

সুনামগঞ্জ জেলা

- সুরমা, কালনী মহাসিংহ, খাজাঞ্চী নদী।
- উলেণ্টখযোগ্য স্থাপনা-হাইল হাওড়, টেকেরঘাট খনি প্রকল্প, শনির হাওড়, যাদুকাটা নদী, বিশ্বযুদ্ধ সমাধি, ছাতক সিমেন্ট কারখানা , ছাতক পেপার মিল।
- মরমী কবি হাসান রাজার জন্মস্থান।

সীমানা ও ছিটমহল

সীমানা সম্পর্কিত তথ্যপ্রবাহ

- বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের যেসব প্রদেশ অবস্থিত- পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়।
- বাংলাদেশের পূর্বে ভারতের যেসব প্রদেশ অবস্থিত- আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।
- বাংলাদেশের পূর্বের সীমানা- আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার।
- বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের যে প্রদেশ অবস্থিত- পশ্চিমবঙ্গ।
- বাংলাদেশের দক্ষিণে ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রদেশ রয়েছে।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৫টি রাজ্যের সীমান্ড় রয়েছে- পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী।
- সীমান্ড় চুক্তিতে যা উলেণ্টখ ছিল- বাংলাদেশ ভারতকে বেড়ু বাড়ী হস্ড়ান্ড়র করবে এবং বিনিময়ে বাংলাদেশ পাবে তিনবিঘা করিডোর।
- বাংলাদেশ-ভারতের অমিমাংসিত সীমান্ড়- ৬.৫ কি.মি.।
- বাংলাদেশের মোট সীমান্ড় দৈর্ঘ্য- ৪,৭১৯ কি.মি.(উৎস: মাধ্যমিক ভূগোল বই)।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমান্ড়ের দৈর্ঘ্য- ৩,৭১৫ কি.মি. (উৎস: মাধ্যমিক ভূগোল বই)।

- বাংলাদেশের মোট সীমান্ড় দৈর্ঘ্য ৫,১৩৮ কি. মি. এবং ভারতের সাথে মোট সীমান্ড় দৈর্ঘ্য ৪,১৪৪ কি. মি. (উৎস: ভূমি মন্ত্রণালয় রিপোর্ট)।
- বাংলাদেশের মোট স্থলসীমা- ৪,৪২৭ কি.মি.।
- বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের সীমান্ড় দৈর্ঘ্য- ২৮৩ কি. মি. বা ১৭৬ মাইল।
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য- ৭১১ কিমি/ ৭১৬ কিমি/ ৭২৪ কিমি (তিনটির মধ্যে যেটি অপশনে থাকবে, সেটি হবে উত্তর)।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য- ১৫৫ কিমি/ ১২০ কিমি।
- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য- ১৮ কি.মি.।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র - ১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২ কিমি।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র - ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৬৭ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের সীমান্ড় থেকে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব- ১৬.৫ কিঃ মিঃ বা ১১ মাইল।
- বাংলাদেশের সীমান্ড়বর্তী ভারতের জেলা- ১৫টি ।
- বাংলাদেশের সাথে ২টি দেশের সীমান্ড় রয়েছে- ভারত ও মায়ানমার।
- বাংলাদেশের মোট সীমান্ড়বর্তী জেলা- ৩২টি।
- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ড়বর্তী জেলা- ৩০টি।
- মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ৩টি জেলার সীমান্ড় রয়েছে- রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও কক্সবাজার।
- রাঙ্গামাটি জেলার সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ড় সংযোগ রয়েছে।
- সীমান্ড়বর্তী বান্দরবন ও কক্সবাজার জেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই।
- বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমান্ড় সংযোগ নেই।
- চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে মায়ানমারের সীমান্ড় সংযোগ রয়েছে।
- যেসব বিভাগের সাথে মায়ানমারের কোন সীমান্ড় সংযোগ নেই- ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের সাথে।

ছিটমহল ও সীমান্ড়বর্তী স্থান

- ভারতের অভ্যন্ড়রে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল আছে।
- বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রে ভারতের ১১১টি ছিটমহল আছে।
- ভারতের অধিকাংশ ছিটমহল বাংলাদেশের লালমনিরহাট (৫৯ টি) জেলায় অবস্থিত।
- বাংলাদেশের সবগুলো ছিটমহলই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার অন্ড়র্গত।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ছিটমহল- দহগ্রাম আঙ্গরপোতা (লালমনিরহাট জেলা ও পাটগ্রাম থানা)।
- দহগ্রামের আয়তন- ৩৫ বর্গ মাইল।
- বেরুবাড়ী ছিটমহল- বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত।
- ভারত বাংলাদেশের জন্য তিনবিঘা করিডোর খুলে দেয়- ২৬ জুন, ১৯৯২ সালে।
- তিনবিঘা করিডোরের আয়তন বা মাপ- ১৭৮ মিটার x ৮৫ মিটার।
- তিনবিঘা করিডোর তিস্ড়া নদীর তীরে অবস্থিত।
- পাদুয়া নামক স্থানটির আয়তন- ২৩৭ একর।
- ভারত ১৯৭১ সালে পাদুয়া নামক স্থানটি দখল করে নেয়।
- বাংলাদেশের সীমান্ড়বর্তী ভারতের ১০টি জেলা রয়েছে।
- ভারতের দখলকৃত 'পাদুয়া' নামক স্থানটি বাংলাদেশের সিলেট জেলা সীমান্ড়ে অবস্থিত।
- মশালডাঙ্গা ছিটমহলটি কুড়িগ্রাম জেলায় অবস্থিত।
- JBWG- Joint boundary working group।

জেলাভিত্তিক ছিটমহলের সংখ্যা

জেলা	ছিটমহলের সংখ্যা
লালমনিরহাট	৫৯ টি
পঞ্চগড়	৩৬ টি
কুড়িগ্রাম	১২ টি
নীলফামারী	৪ টি

সীমান্ড়বর্তী স্থানগুলোর অবস্থান

জেলা	সীমান্ড়বর্তী স্থানসমূহ
কুড়িগ্রাম	রৌমারী, বড়াইবাড়ী, কলাবাড়ী, ভন্দরচর, ইতলামারী, ভূরুঙ্গামারী
সিলেট	জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্ড়্রপুর, সোনারহাট, ঘোয়াইনঘাট, পাদুয়া, তামাবিল
যশোর	বেনাপোল , শর্শা, ঝিকরগাছা
লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা , পাটগ্রাম, দহগ্রাম, মোগলহাট
ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট, কড়ইতলী
নীলফামারী	চিলাহাটী
সাতক্ষীরা	কুশখালী, বৈকারী, কলরোয়া, কৈখালী, দেবহাটা
মৌলভীবাজার	ডোমাবাড়ি, বড়লেখা
জয়পুরহাট	চেঁচড়া
ফেনী	বিলোনিয়া , মহুরীগঞ্জ, ফুলগাজী
পঞ্চগড়	বেড়ুবাড়ী
শেরপুর	নলিতাবাড়ী
কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট
দিনাজপুর	বিরল, হিলি, ফুলবাড়ী, বিরামপুর
কুমিল-া	চৌদ্দগ্রাম, বিবির বাজার, বুড়িচং
কক্সবাজার	উখিয়া, হ্নীলা

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

সাধারণ আলোচনা

- ☑ বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর–ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত।
- ☑ বাংলাদেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে–কর্কটক্রান্ড়ি রেখা।
- ☑ বাংলাদেশ গ্রীনিচ সময় অপেক্ষা–৬ ঘণ্টা অগ্রবর্তী।
- ☑ আবহাওয়া অধিপ্তর–প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

- ☑ বাংলাদেশের আবহাওয়া কেন্দ্র–৪টি। ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার ও খেপুপাড়ায় অবস্থিত।
- ☑ বাংলাদেশের আবহাওয়া অফিস–৩৫টি।
- ☑ বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য–মৌসুমী বায়ু।
- ☑ বাংলাদেশের জলবায়ু–সমভাবাপন্ন।
- ☑ বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান–নাটোরের লালপুর।
- ☑ বাংলাদেশের শীতলতম স্থান–শ্রীমঙ্গল।
- ☑ বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা–রাজশাহী।
- ☑ বাংলাদেশের শীতলতম জেলা–সিলেট।
- ☑ সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত শ্রীমঙ্গলের লালখান–৩৮৮ সে.মি.।
- ☑ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত–২০৩ সেন্টিমিটার।
- ☑ বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা–২৭ ডিগ্রি সে.।
- ☑ সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত নাটোরের লালপুর–১৫৪ সে.মি।
- ☑ বাংলাদেশ অবস্থিত–ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে।
- ☑ ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য আসা মার্কিন টাস্কফোর্সের নাম–অপারেশন সি এঞ্জেল–১।
- ☑ ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য আসা মার্কিন টাস্কফোর্সের নাম–অপারেশন সি এঞ্জেল–২।
- ☑ লায়লা শব্দের অর্থ–মেঘকালো চুল।
- ☑ সিডর শব্দের অর্থ–'চোখ'।
- ☑ 'আইলা' শব্দের অর্থ–ডলফিন বা শুশুক।
- ☑ ফিয়ান শব্দের অর্থ–বন্ধু।
- ☑ ঢাকায় এ যাবৎ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা–১৯৬০ সালে (৪২.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস।)
- ☑ আর্দ্রতা জুলাই মাসে সর্বোচ্চ থাকে–৯৯%।
- ☑ আর্দ্রতা ডিসেম্বর মাসে সর্বোনিম্ন থাকে–৩৬%।
- ☑ SPARRSO–মহাকাশ গবেষণা এবং দূর অনুধাবন কেন্দ্র।
- ☑ SPARRSO–ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত।
- ☑ SPARRSO–প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- ☑ SPARRSO–১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ☑ SPARRSO–এর পূর্ণ রূপ–Space Research & Remote Sensing Organization.
- ☑ গ্রিন–হাউজের ক্ষতির কারণ– CFC গ্যাস।
- ☑ বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ঋতু–বর্ষা ঋতু।
- ☑ সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত্রি–২১ জুন।
- ☑ সবচেয়ে ছোট দিন ও বড় রাত্রি–২২ ডিসেম্বর।
- ☑ দিবা-রাত্রি সমান–২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।
- ☑ বাংলাদেশে ঘড়ির কাটা ১ ঘন্টা অগ্রগামী করা হয়–১৯ জুন ২০০৯।
- ☑ বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক সংগঠনের নাম–BEFM.
- ☑ BEMF এর পূর্ণরূপ Bangladesh Environment Management Foram.

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

০১। বাংলাদেশের নিম্নের কোন সীমান্তটি লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত নয়?
ক. হাতীবান্ধা খ. পাটগ্রাম
গ. দহগ্রাম ঘ. নলিতাবাড়ী

০২। বাংলাদেশ ভারত ছিটমহল সংক্রান্ত বৈঠক কবে হয়?
ক. ১৯৭৪ সালে খ. ১৯৭২ সালে
গ. ১৯৯২ সালে ঘ. ১৯৮১ সালে

০৩। ভেড়ামারা ছিটমহলটি কোথায় অবস্থিত?
ক. হবিগঞ্জ খ. পঞ্চগড় গ. কুষ্টিয়া ঘ. ফেনী

০৪। বাংলাদেশের নিম্নের কোন সীমান্তটি কুড়িগ্রাম জেলায় অবস্থিত নয়?
ক. রৌমারি খ. ইতলামারী
গ. চিলাহাটী ঘ. বড়াইবাড়ি

০৫। চেচঁড়া ছিটমহলটি কোথায় অবস্থিত?
ক. ফেনী খ. জয়পুরহাট গ. হবিগঞ্জ ঘ. পঞ্চগড়

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	খ

বর্তমান নাম ও পুরাতন নাম

তথ্যপ্রবাহ.....

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
বাংলাদেশ	পূর্ব পাকিস্তান/ বং, বঙ্গ, বাঙালা
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর /ঢাবেক্কা/ ঢুক্কা
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ /পোর্টো গ্রান্ডে, শাতিলগঞ্জ
সিলেট	জালালাবাদ /শ্রীহট্ট
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা/ ইসমাইলপুর
নোয়াখালী	সুধারাম/ ভুলুয়া
কুমিল- া	ত্রিপুরা, পরগণা
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
কক্সবাজার	ফালকিং
কুষ্টিয়া	নদীয়া
জামালপুর	সিংহজানী
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি
ফেনী	শমসের নগর
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ
শাহবাগ	বাগ-ই-শাহেন শাহ
দিনাজপুর	গন্ডোয়ানাল্যান্ড
সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
গাজীপুর	জয়দেবপুর
খুলনা	জাহানাবাদ
ফরিদপুর	ফাতেহাবাদ
বাগেরহাট	খলিফাবাদ
যশোর	খলিফাতাবাদ
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর
মহাস্থানগড়	পুন্ড্রনগর বা পুন্ড্রবর্ধন
সোনারগাঁও	সুবর্ণ গ্রাম
ময়নামতি	রোহিতগিরি
রাঙ্গামাটি	হরিকেল
মুজিবনগর	বৈদ্যনাথতলা
বাংলা একাডেমি	বর্ধমান হাউজ
নিঝুম দ্বীপ	বাউলার চর
শরীয়তপুর	ইন্দ্রাকপুর পরগণা

লেকচার-০৩

৪৬ তম BCS প্রিলিমিনারি

ভৌগলিক উপনাম

তথ্যপ্রবাহ.....

নদী মাতৃক দেশ	বাংলাদেশ
সোনালী আঁশের দেশ	বাংলাদেশ
পৃথিবীর ব-দ্বীপ	বাংলাদেশ
ভাটির দেশ	বাংলাদেশ
বাংলার ভেনিস/ শস্য ভান্ডার	বরিশাল
নারিকেল জিঞ্জিরা	সেন্টমার্টিন দ্বীপ
৩৬০ আউলিয়ার আবাসভূমি	সিলেট
বার আউলিয়ার শহর	চট্টগ্রাম
বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার	চট্টগ্রাম
প্রাচ্যের ড্যান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
মসজিদের শহর/ রিকসার নগরী	ঢাকা
বাণিজ্যিক রাজধানী	চট্রগ্রাম
পাহাড়-পর্বত ও রহস্যের লীলাভূমি	বান্দরবান
কুমিল- ার দুঃখ	গোমতি
সাগরকন্যা	কুয়াকাটা
বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার	চট্টগ্রাম বন্দর
পশ্চিমা বাহিনীর নদী	ডাকাতিয়া নদী
উপজাতীয় ক্যাপিটাল সিটি	দুর্গাপুর, নেত্রকোনা

বাংলাদেশের নদ-নদী পরিচিতি

তথ্যপ্রবাহ.....

- শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা - ২৩০টি / ৭০০টি (ভূ-গোল নবম ও দশম)
- মেঘনা নদীর উৎপত্তিস্থল- আসামের লুসাই পাহাড়ে।
- উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম–বরাক নদী।
- দুই ভাগ হয়ে মেঘনা প্রবাহিত হয়- সুরমা ও কুশিয়ারা নামে ।
- বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত বুড়িগঙ্গা (১৮৬৪ সালে) নদীর তীরে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হয়-১৯৬২ সালে।
- বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে- কর্ণফুলী নদীতে।
- ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন নদী- ৫৫টি।
- যমুনা নদীর পূর্ব নাম-জোনাই নদী।
- বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্বনাম- দোলাই নদী (দোলাই খাল)।
- ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব নাম- লৌহিত্য।
- পদ্মা নদীর পূর্ব নাম- কীর্তিনাশা।
- মায়ানমার হতে বাংলাদেশে আসা নদী- তিনটি। নাফ, মাতামুহুরী ও সাঙ্গু।
- নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত- মেঘনা নদীর মোহনায় ।
- বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর-নারায়নগঞ্জ।
- একটি নদীর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে -ফেনী জেলাকে।
- টিপাইমুখ অবস্থিত- ভারতের মনিপুর রাজ্যে (বাংলাদেশের সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ১০০ কিঃ মিঃ দূরে)।

বিভিন্ন নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

তথ্যপ্রবাহ.....

নদ-নদীর নাম	উৎপত্তিস্থল
পদ্মা	হিমালয় পর্বতের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ
মেঘনা	আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়
ব্রহ্মপুত্র, যমুনা	তিব্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ
সাঙ্গু	মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড়
হালদা	খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ
ফেনী	পার্বত্য ত্রিপুরার পাহাড়
মাতামুহুরী	লামার মইভার পর্বত
যমুনা	কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ
তিস্তা / করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল

শাখা নদী, উপ-নদী

নদী	উপ-নদী	শাখা-নদী	প্রশাখা
পদ্মা	মহানন্দা	আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, গড়াই, ইছামতি, কুমার, মাথাভাঙা।	মধুমতি, কপোতাক্ষ, পশুর।
যমুনা-ব্রহ্মপুত্র	তিস্তা, ধরলা, করতোয়া	ধলেশ্বরী, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র	বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা
মেঘনা	গোমতি	তিতাস, ডাকাতিয়া	-
কর্ণফুলী	কাসালং, মাইনী, চিংড়ি, রানখিয়াং	হালদা, বোয়ালখালী	-
ভৈরব	কপোতাক্ষ, ইছামতি	-	-
মহানন্দা	পুনর্ভবা, নাগর, টাঙ্গন	-	-

বিভিন্ন নদ-নদীর মিলনস্থল

তথ্যপ্রবাহ.....

মিলিত নদ-নদী	স্থান	নামধারণ
পদ্মা + যমুনা	গোয়ালন্দ	পদ্মা
পদ্মা + মেঘনা	চাঁদপুর	মেঘনা
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র + মেঘনা	ভৈরববাজার	মেঘনা
তিস্তা + ব্রহ্মপুত্র	কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র
সুরমা + কুশিয়ারা	ভৈরববাজার	কালনি

নদী তীরবর্তী স্থান

লেকচার-০৩

৪৬ তম BCS প্রিলিমিনারি

নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান

স্থানের নাম	নদীর নাম
নরসিংদী	মেঘনা/শীতলক্ষ্যা
রংপুর	তিস্ড়া
ঠাকুরগাঁও	টাঙ্গন
পঞ্চগড়	করতোয়া
নীলফামারী	তিস্ড়া, শিংগীমারী
লালমনিরহাট	তিস্ড়া, শিংগীমারী
গাইবান্ধা	আত্রাই, সুন্দরগঞ্জ, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা
নড়াইল	মধুমতি, ভৈরব, কুমার
মেহেরপুর	ইছামতি, ভৈরব
বাগের হাট	মধুমতি, মংলা, হরিনঘাটা, শীলা
মাগুরা	গড়াই, কুমার, নবগঙ্গা
চুয়াডাঙ্গা	ইছামতি, ভৈরব
নওগাঁ	আত্রাই, তুলসী
পিরোজপুর	মধুমতি, বলেশ্বর, কচাখালী
মনিকগঞ্জ	পদ্মা, যমুনা, ধলেশ্বরী
জামালপুর	ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, বানার
রাঙ্গামাটি	কর্ণফুলী, শংখ, কাশালং, রানখিয়া
খাগড়াছড়ি	কর্ণফুলি
নোয়াখালী	মেঘনা, ফেনী, ডাকাতিয়া
সিরাজগঞ্জ	যমুনা
ঢাকা	বুড়িগঙ্গা
ফরিদপুর	আড়িয়াল খাঁ
টঙ্গী	তুরাগ
নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা
আশুগঞ্জ	মেঘনা
মুন্সীগঞ্জ	ধলেশ্বরী
গাজীপুর	তুরাগ
লালবাগের কেলণ্ঢা	বুড়িগঙ্গা
ঘোড়াশাল	শীতলক্ষ্যা
টুঙ্গীপাড়া	মধুমতি
ময়মনসিংহ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী
কুমিল-া	গোমতী
চন্দ্রঘোনা	কর্ণফুলী
টেকনাফ	নাফ
চাঁদপুর	মেঘনা
কাপ্তাই	কর্ণফুলী ও কাপ্তাই
খুলনা	রূপসা ও ভৈরব
কুষ্টিয়া	গড়াই
শিলাইদহ	পদ্মা
ঝিনাইদহ	নবগঙ্গা
যশোর	ভৈরব
মংলা	পশুর
রাজশাহী	পদ্মা
মহাস্থানগড়	করতোয়া
বগুড়া	করতোয়া
দিনাজপুর	পুনর্ভবা
পাবনা	পদ্মা
পাকশী	পদ্মা
কুড়িগ্রাম	ধরলা
সারদা	পদ্মা
বরিশাল	কীর্তনখোলা
ঝালকাঠি	বিষখালী
নলছিটি	সুগন্ধা
সিলেট	সুরমা
ছাতক	সুরমা
সুনামগঞ্জ	সুরমা
ফেঞ্চুগঞ্জ	কুশিয়ারা
গোপালগঞ্জ	মধুমতি
চিলমারী	যমুনা
শেরপুর	কংশ
টাঙ্গাইল	যমুনা, ধলেশ্বরী, বংশী
ভৈরব	মেঘনা
কিশোরগঞ্জ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, ধনু, বাউলাই
নেত্রকোনা	কংশ, বাউলাই, সোমেশ্বরী, মুগর
শরিয়তপুর	পদ্মা, মেঘনা, পালং
সাতক্ষীরা	পাঙ্গাশিয়া, কালিন্দী, হাড়িভাঙ্গা, বেতনা, মালঞ্চ, রায়মঙ্গল
ভোলা	তেতুলিয়া, বানেশ্বর, কচাখালি
পটুয়াখালী	তেঁতুলিয়া, আগুন মুখো, লোহানিয়া
বরগুনা	বিশখালি হরিনঘাটা, আধার মানিক, বেখাই
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পদ্মা, মহানন্দা, নন্দশ্বদা, পুনর্ভবা
নাটোর	নাসরদী, আত্রাই, বড়াল
ফেনী	ফেনী, ডাকাতিয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মেঘনা, তিতাস, সালদা

টিপাইমুখী বাঁধ

- বাংলাদেশের সিলেট সীমান্ড় থেকে ১০০ কিঃমিঃ পূর্বে অবস্থিত।
- বরাক নদীতে এবং তুইভাই বরাক নদীর সংগমস্থলে এ বাঁধ নির্মাণাধীন।
- ভারতের মনিপুর রাজ্য থেকে ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত।
- টিপাইমুখী বাঁধ নির্মান করা হচ্ছে দেড় হাজার মেগাওয়াট বিদুৎ উৎপাদানের লক্ষ্যে।
- বাঁর্ধের উচ্চতা ১৬১ মিটার, দৈর্ঘ্য ৩৯০ মিটার।
- ভারতের নর্থ ইস্টার্ন ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন প্রকল্পটি বাস্ড়বায়ন করছে।
- প্রকল্পটির ব্যায় ১৩৫ কোটি ডলার।
- ২০১২ সালে টিপাইমুখী বাঁধের নির্মান শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধান করা হয়েছে।

- টিপাইমুখী ড্যাম বা জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা ১৫.৯ মিলিয়ন কিউবিক মিটার।

বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকত

- পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত - কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য- ১৫৫ কি মি/ ১২০ কি মি।
- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত অবস্থিত- পটুয়াখালী।
- বাংলাদেশের 'সাগর কন্যা' বলা হয়- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে।
- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য- ১৮ কিঃ মিঃ।
- সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ড় দেখা যায়- বাংলাদেশের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে।
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য- ৭১১ কিঃ মিঃ।
- 'ইনানি সমুদ্র সৈকত' অবস্থিত- কক্সবাজার হতে ১০ কিমি দূরে।

বাংলাদেশের দ্বীপসমূহ

তথ্যপ্রবাহ.....

- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা- ভোলা।
- বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ- ছেঁড়াদ্বীপ (ছেঁড়াদ্বীপ না থাকলে সেন্টমার্টিন দ্বীপ হবে)।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপ অবস্থিত- কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সমুদ্র উপকূলের দক্ষিণে।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন কত- ৮ বর্গ কিমি।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের আরেক নাম বা পুরাতন নাম- নারিকেল জিঞ্জিরা।
- ছেঁড়াদ্বীপ অবস্থিত- সেন্টমার্টিন দ্বীপ থেকে ৫কিমি দক্ষিণে ।
- ছেঁড়াদ্বীপের আয়তন- ৩ বর্গ কিঃ মিঃ।
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান ও দ্বীপ- ছেঁড়া দ্বীপ (২০০০ সালের অক্টোবরে এই দ্বীপটির সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে ছেঁড়াদ্বীপ হবে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণেরস্থান ও দ্বীপ, যদি প্রশ্নে ছেঁড়াদ্বীপ না থাকে তাহলে সেন্টমার্টিন হবে)।
- নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত- বঙ্গোপসাগরের বুকে হাতিয়া হতে প্রায় ৯৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণে।
- নিঝুম দ্বীপের পুরাতন নাম- বাউলার চর।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত- সাতক্ষীরা জেলায়।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত- হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম- নিউমুর বা পূর্বাশা (এই নামে ভারতের নিকট পরিচিত)।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিয়ে বিরোধ রয়েছে- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে।
- ভারতীয় নৌ-বাহিনী জোরপূর্বক দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি দখল করে- ১৯৮১ সালে।
- অপরিপক্ক দ্বীপ অবস্থিত- মেঘনা নদীর মোহনায়।
- অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল- সুন্দরবন।
- মন্দির রয়েছে- মহেশখালী দ্বীপে (আদিনাথ মন্দির)।
- মনপুরা দ্বীপ অবস্থিত- ভোলা জেলায় (মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থল থেকে ৭.২ মাইল উত্তরে অবস্থিত)।
- 'এলিফ্যান্ট পয়েন্ট' অবস্থিত- কক্সবাজার জেলায়।
- 'হিরণ পয়েন্ট' ও 'টাইগার পয়েন্ট' অবস্থিত- সুন্দরবনের দক্ষিণে।
- 'শাহবাজপুর দ্বীপ' বর্তমানে পরিচিত- ভোলা নামে ।
- বাংলাদেশের বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত-কুতুবদিয়া দ্বীপ ।
- কৃত্রিম উপায়ে বঙ্গোপসাগরে চর জাগানো সম্ভব- ক্রস ড্যাম পদ্ধতিতে।
- প্রাচীনকালে সামুদ্রিক জাহাজ তৈরী করার জন্য সন্দ্বীপ বিখ্যাত।

এক নজরে দ্বীপসমূহ

দ্বীপ	অবস্থান	বিশেষত্ব ✶
ভোলা	ভোলা	বড় দ্বীপ
সেন্টমার্টিন	কক্সবাজার	একমাত্র প্রবাল দ্বীপ
নিঝুম দ্বীপ	নোয়াখালী	সমুদ্র সৈকত, অতিথি পাখি ও উপকূলীয় বেস্টনী
মহেশখালী	কক্সবাজার	একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ
সোনাদিয়া	কক্সবাজার	ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র রয়েছে, শুটকী প্রক্রিয়াকরণ
মনপুরা দ্বীপ	ভোলা	পতুর্গীজদের আস্ড়ানা ছিল
সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণ
হাতিয়া	নোয়াখালী	রেডক্রিসেন্ট কেন্দ্র, মৎস্য শিকার

বাংলাদেশের চর

চরের নাম	অবস্থান
দুবলার চর	সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূল
চর মানিক, চর জব্বার	ভোলা জেলা
চর জংলী, চর মনপুরা	ভোলা জেলা
চর আলেকজান্ডার	লক্ষ্মীপুরের রামগতি
চর গজারিয়া	লক্ষীপুর
চর শ্রীজনী	হাতিয়া
চর শাহাবানী	হাতিয়া
উড়ির চর	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানা
মহুরীর চর (১১১ একর)	ফেনী জেলা
নির্মল চর	রাজশাহী জেলা
পাটনি চর	সুন্দরবন

বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ গঠিত হয়- টারশিয়ারী যুগে।
- বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ- ভাঁজ পর্বত শ্রেণীর।
- বাংলাদেশের উঁচু পাহাড়- গারো পাহাড়।
- গারো পাহাড় অবস্থিত- ময়মনসিংহ জেলায়।
- বাংলাদেশের পাহাড়সমূহের গড় উচ্চতা - ২০৫০ ফুট।

- ‘ইউরেনিয়াম’ পাওয়া গেছে- কুলাউড়া পাহাড়ে।
- ‘কুলাউড়া পাহাড়’ অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলায়।
- ‘চন্দ্রনাথের পাহাড়’ অবস্থিত- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে।
- ‘চন্দ্রনাথের পাহাড়’ বিখ্যাত- হিন্দুদের তীর্থ স্থানের জন্য।
- ‘লালমাই পাহাড়’ অবস্থিত- কুমিল-া।
- লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা- ১৫ মিটার।
- লালমাই পাহাড়ের আয়তন- ৩৩.৬৫ বর্গ কিলোমিটার।
- ‘আলুটিলা’ অবস্থিত- খাগড়াছড়ি।
- ‘চিম্বুক পাহাড়’ অবস্থিত- বান্দরবান।
- ‘মারমা’ উপজাতিরা বাস করে- চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- তাজিং ডং।
- ‘তাজিং ডং’ পরিচিত- বিজয় নামে।
- ‘তাজিং ডং’ অবস্থিত- বান্দরবন জেলায়।
- ‘তাজিং ডং’- মারমা শব্দ। এর অর্থ গভীর অরণ্যে পাহাড়।
- ‘তাজিং ডং’ এর উচ্চতা- ১২৩১ মিঃ বা ৪০৩৯ ফুট।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- কেওক্রাডং।
- কেওক্রাডং এর উচ্চতা- ১২৩০ মিঃ বা ৪০৩৫.৪৩ ফুট।
- কেওক্রাডং অবস্থিত- বান্দরবান জেলায়।
- বাংলাদেশের তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ- চিম্বুক পর্বতশৃঙ্গ (বান্দরবান)।

বাংলাদেশের ইকোপার্ক

- ‘ইকো পার্ক’হল- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাণীকূলের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা, বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য নির্মিত পার্ক।
- বাংলাদেশের প্রথম ‘ইকো পার্ক’ অবস্থিত- সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড়ে।
- প্রথম ‘ইকো পার্ক’ উদ্বোধন করা হয়- ১৯ জানুয়ারী ২০০১ সালে (উদ্বোধক- তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা)।
- এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম ইকো পার্ক ও বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত- বাংলাদেশের সীতাকুন্ডে।
- বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক এর আয়তন- ১,৯৯৬ একর।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইকো পার্কটির নাম- মাধবকুন্ড মুরাইছড়া ইকো পার্ক।
- মাধবকুন্ড মুরাইছড়া ইকো পার্ক অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানায়।
- বাংলাদেশের তৃতীয় ইকো পার্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়েছে- টাঙ্গাইলের মধুপুরে।
- বাংলাদেশের হরিণ প্রজনন কেন্দ্র- কক্সবাজারের ডুলা হাজারায় (১৯৯৯ সালে)।

বাংলাদেশের ঝরণা ও জলপ্রপাত

- বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরণা অবস্থিত- কক্সবাজারের হিমছড়ি পাহাড়ে।
- সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড় পরিচিত- গরম পানির ঝরণা হিসেবে।
- বাংলাদেশের একমাত্র উলেণ্টখযোগ্য জলপ্রপাত- মাধবকুন্ড জলপ্রপাত।
- মাধবকুন্ড জলপ্রপাত অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায়।
- মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের উৎপত্তিস্থল- বড়লেখা থানার পাথরিয়া পাহাড়।
- মাধবকুন্ডে বর্তমানে স্থাপন করা হয়েছে- ইকো পার্ক।

বাংলাদেশের বিল

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল- চলনবিল।
- ‘চলনবিল’ অবস্থিত- পাবনা ও নাটোর জেলায়।
- চলনবিলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে- আত্রাই নদীটি।
- ‘তামাবিল’ অবস্থিত- সিলেটে।
- বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস- চলনবিল।
- ‘বিল ডাকাতিয়া’ অবস্থিত- খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা।
- বাংলাদেশের ‘পশ্চিমা বাহিনীর নদী’ বলা হয়- ডাকাতিয়া বিলকে।

বাংলাদেশের হাওড়-বাওড়

- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওড়- হাকালুকি ।
- ‘টাঙ্গুয়ার হাওড়’ অবস্থিত- সুনামগঞ্জে।
- ‘হাকালুকি হাওড়’ অবস্থিত- মৌলভীবাজার।

বাংলাদেশের উপত্যকা

- কাপ্তাই থেকে পণ্ঢাবিত রাঙ্গামাটি বা পার্বত্য চট্টগ্রাম উপত্যকাকে বলা হয়- ভেঙ্গী ভ্যালি।
- হালদা ভ্যালি অবস্থিত- খাগড়াছড়ি।
- ‘বলিশিরা ভ্যালি’ অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলায়।
- ‘নাপিত খালী ভ্যালি’ অবস্থিত-কক্সবাজার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলী

০১। ‘গম্ভীরা’ কোন্ অঞ্চলের সঙ্গীত?

ক. রংপুর খ. সিলেট
গ. রাজশাহী ঘ. চট্টগ্রাম

০২। বিলোনিয়া সীমান্ড় কোন জেলার অন্ড়র্গত?

ক. সাতক্ষীরা খ. যশোহর গ. ফেনী ঘ. সিলেট

০৩। ‘সিডর’ শব্দের অর্থ-

ক. চোখ খ. বন্যা গ. ঝড় ঘ. মুখ

০৪। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী শতকরা কতজন বাংলাদেশের প্রামাঞ্চলে বসবাস করে-

ক. ৮০% (খ)৭৬% গ. ৭৫% ঘ. ৭০%

০৫। ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সীমানা থেকে কত দূরে?

ক. ১৬.৫ কিমি খ. ২০.৫ কিমি
গ. ১৮ কি.মি ঘ. ১৯.৩ কিমি

০৬। বাংলাদেশের সর্বশেষ কৃষি আদমশুমারি প্রকাশিত হয় কোন সালে? (বর্তমানে সঠিক উত্তর ২০০৯ সালে)

ক. ১৯৯৬ খ. ১৯৯৭ গ. ২০০১ ঘ. ২০০৫

০৭। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমা কত কিলোমিটার?

)

ক. প্রায় ২০১৫ কিমি খ. প্রায় ৩৭১৫ কিমি
গ. প্রায় ৫০০০ কিমি ঘ. প্রায় ৭০১৫ কিমি

০৮। বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার?

ক. ১,৫৫,৫৭০ খ. ১,৫৭,৫৬০
গ. ১,৪৭,৫৭০ ঘ. ১,৬৭,৫৭০

০৯। বাংলাদেশের মান সময় গ্রীনিচ সময় অপেক্ষা কত ঘন্টা অগ্রবর্তী?

ক. ৪ ঘন্টা খ. ৫ ঘন্টা গ. ৬ ঘন্টা ঘ. ৭ ঘন্টা

১০। আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি?

ক. ঢাকা খ. রাজশাহী গ. ময়মনসিংহ ঘ. রাঙ্গামাটি

১১। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের উপজেলা হচ্ছে-

ক. টেকনাফ খ. মহেশখালী গ. মংলা ঘ. ভোলা সদর

১২। বিয়ানিবাজার গ্যাসফিল্ড কোথায়?

ক. সিলেট খ. চট্টগ্রাম গ. রাজশাহী ঘ. কুমিল- া

১৩। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা-

ক. তেতুঁলিয়া খ. দিনাজপুর গ. পঞ্চগড় ঘ. ঠাকুরগাঁও

১৪। নিচের কোন রেখাটি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে?

ক. বিষুবরেখা খ. কর্কটক্রান্ড়ি রেখ
গ. মকরক্রান্ড়ি রেখা ঘ. সুমের বৃত্ত

১৫। সুন্দরবনের মোট আয়তন কত? (

ক. ৫১২৫ বর্গ কি.মি খ. ৪২২৮ বর্গ কি. মি.
গ. ৬৪৫০ বর্গ কি. মি. ঘ. ৫৫৭৫ বর্গ কি. মি.

১৬। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?

ক. খুলনা খ. সাতক্ষীরা গ. বাগেরহাট ঘ.ঝালকাঠি

১৭। কোন জেলা রৌমারি ও বড়াইবাড়ি সীমান্ড়ে অবস্থিত?

ক. নীলফামারি খ. কুড়িগ্রাম গ. দিনাজপুর ঘ. বগুড়া

১৮। বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত জেলা-

ক. ঠাকুরগাঁও খ. পঞ্চগড়
গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. সাতক্ষীরা

১৯। বাংলাদেশের উপর কোন রেখা অতিক্রম করেছে?

ক. মকরক্রান্ড়ি রেখা খ. ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা
গ. বিষুব রেখা ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২০। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্ড় অবস্থিত নয়?

ক. মেঘালয় খ. আসাম গ. ত্রিপুরা ঘ. মনিপুর

২১। এখন পর্যন্ড় ফারাক্কার উপর কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

২২। কেন সংস্থা সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে?

ক. ইউনিসেফ খ. ইউএনডিপি
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. ইউনেস্কো

২৩। বাংলাদেশের সীমান্ড়বর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি?

ক. ৭টি খ. ৬টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২৪। টেকনাফ ও তেতুঁলিয়া কোন দুটি জেলায় অবস্থিত?

ক. বান্দরবান ও নীলফামারি খ. কক্সবাজার ও দিনাজপুর
গ. চট্টগ্রাম ও কুড়িগ্রাম ঘ. কক্সবাজার ও পঞ্চগড়

২৫। বাংলাদেশের স্থল সীমা কত?

ক. ৪,৪২৭ কি. মি. খ. ৫,০০০ কি. মি.
গ. ৫,০২৭ কি. মি. ঘ. ৪,২০০ কি. মি.

২৬। বর্তমান কুমিলণ্ঢা এক সময়ে ভারতের কোন জেলার অংশ ছিল?

ক. মেঘলায় খ. আসাম গ. ত্রিপুরা ঘ. নদীয়া

২৭। কোথায় বাংলাদেশে, ভারত ও মায়নমারের সীমান্ড় পরস্পরকে ছুঁয়েছে?

ক. বান্দরবান খ. খাগড়াছড়ি
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. চট্টগ্রাম

২৮। দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলার অন্ড়্গত?

ক. লালমনিরহাট খ. রংপুর
গ. কুষ্টিয়া ঘ. কুড়িগ্রাম

২৯। চলন বিল কোথায় অবস্থিত?

ক. রাজশাহী জেলায়
খ. নওগাঁ জেলায়
গ. পাবনা ও নাটোর জেলায়
ঘ. নাটোর ও নওগাঁ জেলায়

৩০। সুন্দরবনের মোট আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার?

ক. ২০০৭ বর্গ কিমি খ. ৫৭৪৭ বর্গ কিমি
গ. ৬৭৬৭ বর্গ কিমি ঘ. ৪১২৭ বর্গ কিমি

৩১। সিলেট জেলার উত্তরে ভারতীয় কোন রাজ্য অবস্থিত?

ক. মেঘালয় খ. আসাম গ. নাগাল্যান্ড ঘ. মণিপুর

৩২। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার গড় উচ্চতা কত?

ক. ২০০০ ফুট খ. ২০৫০ ফুট
গ. ৩০০০ ফুট ঘ. ১৫০০ ফুট

৩৩। ক'টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে?

ক. ৪টি খ. ৩টি গ. ২টি ঘ. ১টি

৩৪। আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি?

ক. মেহেরপুর খ. বগুড়া
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. নারায়ণগঞ্জ

৩৫। ভারতের ভিতর বাংলাদেশের কতগুলো ছিটমহল আছে?

ক. ৯৫টি খ. ৯টি গ. ৫১টি ঘ. ৮০টি

৩৬। প্রস্ড়াবিত পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই করছে

ক. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক খ. সিডা
গ. এডিবি ঘ. জাইকা

৩৭। বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত-

ক. বৃহত্তর ঢাকায় খ. পটুয়াখালীতে
গ. বৃহত্তর ময়মনসিংহে ঘ. দিনাজপুরে

৩৮। বাংলাদেশের সবচেয়ে কম লোক বাস করে-

ক. রাঙামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. ময়মনসিংহ

৩৯। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

ক. ২.৩% খ. ১.৬% গ. ১.৪৮% ঘ. ২.০%

সঠিক উত্তর:

৪০। বাংলাদেশের কোন দ্বীপে পাহাড় আছে?

ক. কুতুবদিয়াখ. সেন্টমার্টিন
গ. সন্দ্বীপ ঘ. মহেশখালী

৪১। বাংলাদেশের কোথায় সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটম্যান্ট পণ্টান্ট স্থাপন করা হয়?

ক. সাতক্ষীরা খ. মেহেরপুর
গ. রাজশাহী ঘ. টুঙ্গিপাড়া

৪২। বাংলাদেশের কোন জেলার সাথে ভারত এবং মায়ানমারের সীমান্ড় রয়েছে?

ক. কক্সবাজার খ. বান্দরবান
গ. খাগড়াছড়ি ঘ. রাঙ্গামাটি

৪৩। বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক বিভাগ–

ক. সিলেট বিভাগ খ. বরিশাল বিভাগ
গ. রাজশাহী বিভাগ ঘ. খুলনা বিভাগ

৪৪। ভারতের ছিটমহল নেই–

ক. লালমনিরহাটে খ. রংপুরে
গ. কুড়িগ্রামে ঘ. নীলফামারীতে

৪৫। 'সিডর' শব্দের অর্থ–

ক. চোখ খ. বন্যা গ. ঝড় ঘ. মুখ

৪৬। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ কোনটি?

ক. হাতিয়া খ. কুতুবদিয়া
গ. সেন্টমার্টিন ঘ. ভোলা

৪৭। বাংলাদেশের কোন জেলা সম্প্রতি রেল যোগাযোগের আওতায় এসেছে–

ক. গাজীপুর খ. পাবনা গ. টাংগাইল ঘ. পিরোজপুর

৪৮। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমা কত কিলোমিটার?

ক. প্রায় ২০১৫ কিলোমিটার
খ. প্রায় ৩৭১৫ কিলোমিটার
গ. প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার
ঘ. প্রায় ৭০১৫ কিলোমিটার

৪৯। বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার?

ক. ১,৫৫,৫৭০ বর্গ কি:মি: খ. ১,৫৭,৫৬০ কি:মি:
গ. ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি:মি: ঘ. ১,৬৭,৫৭০ বর্গ কি:মি:

৫০। বাংলাদেশের সর্বউত্তরের জেলা কোনটি?

ক. নীলফামারী খ. কুড়িগ্রা
গ. পঞ্চগড় ঘ. দিনাজপুর

৫১। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের জেলা কোনটি?

ক. টেকনাফ খ. মহেশখালী গ. মংলা ঘ. ভোলা সদর

৫২। আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়জেলা কোনটি?

ক. ঢাকা খ. রাজশাহী
গ. ময়মনসিংহ ঘ. রাঙ্গামাটি

৫৩। বাংলাদেশের কোন বিভাগে বরেন্দ্রভূমি অবস্থিত?

ক. সিলেট খ. রাজশাহী
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বরিশাল

৫৪। কোন জেলায় রৌমারী ও বড়াইবাড়ী সীমান্ড় অবস্থিত?

ক. নীলফামারী খ. কুড়িগ্রাম
গ. দিনাজপুর ঘ. বগুড়া

৫৫। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের পাশে অবস্থিত নয়?

ক. মিজোরাম খ. ত্রিপুর গ. আসাম ঘ. মনিপুর

৫৬। বাংলাদেশের সীমান্ড়ে ভারতের রাজ্য কতটি?

ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৭টি

৫৭। কোন তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিবা রাত্রি সমান থাকে?

ক. ২২ ডিসেম্বর খ. ২২ জুন
গ. ২১ মার্চ ঘ. কোনটিই নয়

৫৮। বাংলাদেশের মান সময় গ্রীনিচ সময় অপেক্ষা কত ঘন্টা অগ্রবর্তী?

ক. ৪ ঘন্টা খ. ৫ ঘন্টা গ. ৬ ঘন্টা ঘ. ৭ ঘন্টা

৫৯। নিচের কোন রেখাটি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে?

ক. বিষুবরেখা খ. কর্কটক্রান্ড়ি রেখা
গ. মকরক্রান্ড়ি রেখা ঘ. সুমের রেখা

৬০। SPARSO-প্রতিষ্ঠানটি কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?

ক. বন ও পরিবেশ খ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
গ. প্রতিরক্ষা ঘ. শিক্ষা

৬১। যে-নদীর পূর্ব নাম দোলাই-

ক. যমুনা খ. পদ্মা গ. বুড়িগঙ্গা ঘ. সুরমা

৬২। প্রস্ড়াবিত টিপাইমুখ বাঁধটি যে দুই নদীর সংযোগস্থলে তৈরি করার সিদ্ধান্ড় নেয়া হয়েছে–

ক. বারাক, তুইভাই খ. সুরমা, কুশিয়ারা
গ. খোয়াই, কুশিয়ারা ঘ. সুরমা, বারাক

৬৩। বাংলাদেশের কোন নদী থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের রেনু পোনা সংগ্রহ করা হয়?

ক. হালদা খ. তিস্ড়া গ. তিতাস ঘ. করতোয়া

৬৪। কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল–

ক. তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদ
খ. লামার মইভার পর্বত
গ. আসামের লুসাইপাহাড়ের সংলহ
ঘ. সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল

৬৫। যে নদীটির উৎস ও সমাপ্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে–

ক. মাতামুহুরী খ. নাফ
গ. কর্ণফুলী ঘ. সাঙ্গু

৬৬। বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী–

ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. যমুনা ঘ. ব্রহ্মপুত্র

৬৭। কোন দেশ দ্বারা গৃহীত নদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রতিবাদ করেছে?

ক. নেপাল খ. ভূটান গ. ভারত ঘ. মায়ানমার

৬৮। বাংলাদেশের কোথায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে?

ক. ভৈরব খ. চাঁদপুর
গ. দেওয়ানগঞ্জ ঘ. আজমিরিগঞ্জ

৬৯। বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম কি?

ক. কর্ণফুলি খ. সুরমা গ. সাঙ্গু ঘ. নাফ

৭০। বাংলাদেশের প্রশস্তুতম নদী কোনটি?

ক. মেঘনা খ. পদ্মা গ. যমুনা ঘ. কর্ণফুলী

৭১। মাওয়া ফেরীঘাট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. ভৈরব খ. মেঘনা গ. রূপসা ঘ. পদ্মা

৭২। চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোন নদী?

ক. পদ্মা খ. আত্রাই গ. পুনর্ভবা ঘ. মহানন্দা

৭৩। পদ্মা নদী কোন স্থানে মেঘনার সাথে মিলিত হয়?

ক. গোয়ালন্দ খ. ভৈরব গ. চাঁদপুর ঘ. দেওয়ানগঞ্জ

৭৪। মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. পুনর্ভবা খ. আত্রাই
গ. করতোয়া ঘ. কোনটাই নয়

৭৫। কুষ্টিয়া শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. গড়াই খ. কপোতাক্ষ নদ
গ. রূপসা ঘ. মধুমতি

উত্তরমালা

০১। গ	০২। গ	০৩। ক	০৪। খ	০৫। ক	০৬। *
০৭। খ	০৮। গ	০৯। গ	১০। ঘ	১১। ক	১২। ক
১৩। গ	১৪। খ	১৫। ঘ	১৬। খ	১৭। খ	১৮। গ
১৯। খ	২০। ঘ	২১। খ	২২। ঘ	২৩। ঘ	২৪। ঘ
২৫। ক	২৬। গ	২৭। গ	২৮। ক	২৯। গ	৩০। গ
৩১। খ	৩২। খ	৩৩। গ	৩৪। ক	৩৫। গ	৩৬। ঘ
৩৭। গ	৩৮। গ	৩৯। *	৪০। ঘ	৪১। ঘ	৪২। ঘ
৪৩। ক	৪৪। খ	৪৫। ক	৪৬। গ	৪৭। গ	৪৮। খ
৪৯। গ	৫০। গ	৫১। ক	৫২। ঘ	৫৩। খ	৫৪। খ
৫৫। ঘ	৫৬। গ	৫৭। গ	৫৮। গ	৫৯। খ	৬০। গ
৬১। গ	৬২। ক	৬৩। ক	৬৪। গ	৬৫। ঘ	৬৬। ঘ
৬৭। গ	৬৮। ঘ	৬৯। ঘ	৭০। গ	৭১। ঘ	৭২। খ
৭৩। গ	৭৪। গ	৭৫। ক			

আগে নিজে চেষ্টা কর, পরে সঠিক উত্তর জেনে নাও

০১। প্রাচীন বাংলার জনপদ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ ছিল কোনটি?

ক. বঙ্গ খ. পুন্ড্র গ. গৌড় ঘ. সমতট

০২। হিলি স্থলবন্দরটি কোথায় অবস্থিত?

ক. সাতক্ষীরা খ. দিনাজপুর
গ. চুয়াডাঙ্গা ঘ. ময়মনসিংহ

০৩। বাংলাদেশের "স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ" কবে গঠন করা হয়?

ক. ১৯৯৯ সালে খ. ২০০০ সালে
গ. ২০০১ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে

০৪। "রাঙ্গামাটি" পূর্বনাম কি ছিল?

ক. হরিকেল খ. বন্দ্রেভূমি গ. বিক্রমপুর ঘ. নদীয়া

০৫। "নির্মল চর" কোথায় অবস্থিত?

ক. নাটোর খ. রাজশাহী গ. রংপুর ঘ. বরিশাল

০৬। "ভবানীগঞ্জের" বর্তমান নাম কি?

ক. ভোলা খ. গাইবান্ধা গ. সিলেট ঘ. হবিগঞ্জ

০৭। ভৈরব ব্রীজ কোন নদীর উপর অবস্থিত?

ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. যমুনা ঘ. কর্ণফুলী

০৮। সোনারগাঁও এর পূর্ব নাম কি?

ক. সোনাপুর খ. সুধারাম গ. সুবর্ণগ্রাম ঘ. চন্দ্রদ্বীপ

০৯। বার আউলিয়ার ভূমি বলা হয় কোন্ জেলাকে?

ক. সিলেট খ. দিনাজপুর গ. চট্টগ্রাম ঘ. কুড়িগ্রাম

১০। ৩৬০ আউলিয়ার ভূমি বলা হয় কোন্ জেলাকে?

ক. সিলেট খ. চট্টগ্রাম গ. দিনাজপুরঘ. কিশোরগঞ্জ

১১। বাকল্যান্ড বাঁধ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. শীতলক্ষ্যা খ. বুড়িগঙ্গা
গ. মেঘনা ঘ. যমুনা

১২। বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী বন্দর কোনটি?

ক. নারায়নগঞ্জ খ. মংলা
গ. চালনা ঘ. চট্টগ্রাম

১৩। সাগর কন্যা বলা হয় -

ক. ভোলাকে খ. কক্সবাজারকে
গ. কুয়াকাটাকে ঘ. সবগুলোকেই

১৪। জনবসতির ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা কম কোন জেলায়?

ক. দিনাজপুর খ. ভোলা
গ. খাগড়াছড়ি ঘ. বান্দরবান

১৫। বাংলাদেশের সর্বউত্তরের স্থান "বাংলাবান্ধা" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. মহানন্দা খ. করতোয়া গ. পদ্মা ঘ. তিস্তা

১৬। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি?

ক. বাংলাদেশে খ. নেপাল গ. ভূটান ঘ. মায়ানমার

১৭। আয়তনে বাংলাদেশের বড় জেলা কোনটি?

ক. রংপুর খ. খুলনা গ. ঢাকা ঘ. রাঙ্গামাটি

১৮। বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?

ক. এপ্রিল খ. জানুয়ারি গ. মার্চ ঘ. ফেব্রুয়ারি

১৯। "ঠাকুরগাঁও" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. কংশ খ. যমুনা গ. টাঙ্গন ঘ. সুরমা

২০। "উড়ির চর" কোথায় অবস্থিত?

ক. নোয়াখালী খ. লক্ষীপুর গ. রাজশাহী ঘ. ভোলা

২১। লালমাই পাহাড় কোথায় অবস্থিত?

ক. বরিশাল খ. কুমিল- া গ. নোয়াখালী ঘ. ভোলা

২২। ঢাকা বিভাগে কতটি জেলা রয়েছে?
ক. ১৫ টি খ. ১৭ টি গ. ১১ টি ঘ. ১৬ টি

২৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়টি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৯২ খ. ১৯৯৭ গ. ১৯৯৮ ঘ. ২০০০

২৪। ভৈরব ব্রীজ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. পদ্মা খ. কর্ণফুলী গ. যমুনা ঘ. মেঘনা

২৫। "বাংলাবান্ধা" স্থল বন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ক. পঞ্চগড় খ. লালমনির হাট
গ. সাতক্ষীরা ঘ. কুমিল- া

২৬। "মাওয়া ফেরীঘাট" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. যমুনা খ. পদ্মা গ. কর্ণফুলী ঘ. সুরমা

২৭। "যশোর" এর পূর্বনাম কি?
ক. জাহানাবাদ খ. খলিফাতাবাদ
গ. নদীয়া ঘ. শমসেরনগর

২৮। "কুলাউড়া পাহাড়" কোথায় অবস্থিত?
ক. বান্দরবান খ. মৌলভী বাজার
গ. খাগড়াছড়ি ঘ. সিলেট

২৯। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?
ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. হাড়িয়ায়াপাঙ্গা ঘ. যমুনা

৩০। বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি?
ক. ভোলা খ. কুয়াকাটা
গ. কক্সবাজার ঘ. সুন্দরবন

৩১। নিম্নের ভারতের কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্ডে অবস্থিত নয়?
ক. মেঘালয় খ. ত্রিপুরা গ. আসাম ঘ. নাগাল্যান্ড

৩২। "হাতীবান্দা" স্থলবন্দরটি কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. সাতক্ষীরা খ. কুষ্টিয়া
গ. লালমনিরহাট ঘ. শেরপুর

৩৩। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে "বাকল্যান্ড বাঁধ" নির্মাণ করা হয় কবে?
ক. ১৮৬৪ খ. ১৮৬৮ গ. ১৯৬৪ ঘ. ১৯৭০

৩৪। "যমুনা" নদীর পূর্বনাম কি?
ক. দোলাই খ. কোরাই গ. জোনাই ঘ. কোনটিই নয়

৩৫। কোন জেলাকে "বাংলাদেশের শস্য ভান্ডার" বলা হয়?
ক. মৌলভীবাজার খ. ময়মনসিংহ
গ. যশোর ঘ. বরিশাল

৩৬। বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা কোনটি?
ক. সিলেট খ. রংপুর গ. রাজশাহী ঘ. পঞ্চগড়

৩৭। "এলিফ্যান্ট পয়েন্ট" কোথায় অবস্থিত?
ক. সুন্দরবন খ. কক্সবাজার
গ. পটুয়াখালী ঘ. ভোলা

৩৮। "সিলেট" জেলার পূর্বনাম কি ছিল?
ক. জালালাবাদ খ. নদীয়া
গ. শ্রীহট্ট ঘ. ক+গ

৩৯। "বাউলার চর" নিম্নের কোনটির পূর্ব নাম?
ক. নির্মল চর খ. কুতুবদিয়া দ্বীপ
গ. নিঝুম দ্বীপ ঘ. মনপুরা দ্বীপ

৪০। বাংলাদেশের সবচেয়ে কম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে কোন জেলার লোক?
ক. ময়মনসিংহ খ. বরিশাল
গ. কুমিল- া ঘ. কুষ্টিয়া

৪১। আয়তনে বাংলাদেশের ছোট জেলা কোনটি?
ক. কুষ্টিয়া খ. পঞ্চগড়
গ. মেহেরপুর ঘ. খাগড়াছড়ি

৪২। বাংলাদেশের মোট সীমান্ড়দৈর্ঘ্য কত?
ক. ৪,৭১৯ কিলোমিটার খ. ৩,৭১৫ কিলোমিটার
গ. ৩,২৪২ কিলোমিটার ঘ. ৭,৪২৫ কিলোমিটার

৪৩। বাংলাদেশের সাথে ভারতের কয়টি রাজ্যের সীমান্ড় সংযোগ রয়েছে?
ক. ৪টি খ. ৫টি গ. ৬টি ঘ. ১০টি

৪৪। "পাবনা" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. কুশিয়ারা খ. মেঘনা গ. তুরা ঘ. ইছামতি

৪৫। ভারতের অধিকাংশ ছিটমহল বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. নীলফামারী খ. কুড়িগ্রাম
গ. পঞ্চগড় ঘ. লালমনিরহাট

৪৬। পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন বলা হয় কোন নদী কে?
ক. গড়াই নদী খ. যমুনা নদী
গ. মেঘনা নদী ঘ. তিস্ড়া নদী

৪৭। "নাটোর" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. যমুনা খ. তিস্ড়া গ. আত্রাই ঘ. মনু

৪৮। নাফ নদীর দৈর্ঘ্য কত?
ক. ৫৫ কি. মি. খ. ৫৬ কি. মি.
গ. ৫৮ কি. মি. ঘ. ৫৭ কি. মি.

৪৯। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ড়বর্তী জেলা কতটি?
ক. ২৮টি খ. ৩০ টি
গ. ২৫ টি ঘ. ২০ টি

৫০। "রৌমারী" কোথায় অবস্থিত?
ক. সিলেট খ. মৌলভীবাজার
গ. নীলফামারী ঘ. কুড়িগ্রাম

৫১। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা কত?
ক. ১৪ নটিক্যাল মাইল খ. ১২ নটিক্যাল মাই
গ. ১০ নটিক্যাল মাইল ঘ. ১৮ নটিক্যাল মাইল

৫২। জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ছোট জেলা কোনটি?
ক. বান্দরবান খ. ঢাকা
গ. মেহেরপুর ঘ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৫৩। বাংলাদেশের কোন জেলাটির সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ড় সংযোগ রয়েছে?
ক. বান্দরবন খ. রাঙামাটি গ. বরিশাল ঘ. জামালপুর

৫৪। কোন জেলাকে বাংলার ভেনিস বলা হয়?
ক. মেহেরপুর খ. জামালপুর
গ. বরিশাল ঘ. ময়মনসিংহ

৫৫। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ এশিয়ার কততম দেশ?
ক. পঞ্চম খ. অষ্টম গ. সপ্তম ঘ. নবম

৫৬। 'মংলা বন্দর' কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৮৬ সালে খ. ১৯৮৭ সালে
গ. ১৯৫০ সালে ঘ. ১৯৪৫ সালে

৫৭। "চিম্বুক পাহাড়' কোথায় অবস্থিত?
ক. রাঙামাটি খ. বান্দরবান

গ. রাজশাহী ঘ. পটুয়াখালী

৫৮। বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৫ গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৭৪

৫৯। "হাকালুকি হাওড়" কোথায় অবস্থিত?
ক. মৌলভীবাজার খ. সিলেট
গ. ভোলা ঘ. নোয়াখালী

৬০। "বিবির বাজার" স্থল বন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ক. পঞ্চগড় খ. সাতক্ষীরা গ. কুমিল- া ঘ. চুয়াডাঙ্গা

৬১। বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ কোনটি?
ক. কুতুবদিয়া খ. মহেশখালী
গ. দক্ষিণ তালপট্টি ঘ. সেন্টমার্টিন

৬২। "চরজংলী" কোথায় অবস্থিত?
ক. নোয়াখালী খ. পটুয়াখালী
গ. সুন্দরবন ঘ. ভোলা

৬৩। বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী নদী কতটি?
ক. ৫টি খ. ২টি গ. ৪টি ঘ. ১টি

৬৪। 'কলারোয়া' স্থল বন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ক. যশোর খ. সাতক্ষীরা গ. খুলনা ঘ. সিলেট

৬৫। বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের সীমান্ডের দৈর্ঘ্য কত?
ক. ২৮০ কি. মি. খ. ২৮৩ কি. মি.
গ. ২৮৫ কি. মি. ঘ. ২৯৫ কি. মি.

৬৬। ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান শাখার নাম কি?
ক. যমুনা খ. মহানন্দা গ. পদ্মা ঘ. কর্ণফুলী

৬৭। করতোয়া নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়?
ক. সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
খ. আসামের লুসাই পাহাড়
গ. খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পবর্তশৃঙ্গ
ঘ. কোনটিই নয়

৬৮। মেঘনা নদী কোন জেলার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?
ক. বরিশাল খ. পটুয়াখালী
গ. সিলেট ঘ. ঢাকা

৬৯। "মাওয়া ফেরীঘাট" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. যমুনা খ. পদ্মা গ. কর্ণফুলী ঘ. সুরমা

৭০। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য কত?
ক. ১৫৫ কি. মি. খ. ৭২৪ কি. মি.
গ. ১৫৬ কি. মি. ঘ. ১৪৮ কি. মি.

৭১। বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্র বন্দর রয়েছে?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৫টি ঘ. ৪টি

৭২। বাংলাদেশের প্রথম "ইকো পার্ক" কোথায় অবস্থিত?
ক. মাকবকুন্ড খ. সীতাকুন্ড
গ. কক্সবাজার ঘ. পটুয়াখালী

৭৩। "দর্শনা" স্থলবন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ক. চুয়াডাঙ্গা খ. কুমিল- া
গ. আখাউড়া ঘ. লালমনিরহাট

৭৪। বাংলাদেশের কোন জেলাকে "হিমালয়ের কন্যা" বলা হয়?
ক. পঞ্চগড় খ. বরিশাল গ. সিলেট ঘ. পটুয়াখালী

৭৫। পদ্মা নদীর ভারতীয় অংশের নাম কি?
ক. মেঘনা খ. যমুনা গ. গঙ্গা ঘ. ব্রহ্মপুত্র

৭৬। বাংলাদেশের সাথে ভারতের কতটি জেলার সীমান্ড় রয়েছে?
ক. ৫টি খ. ৭টি গ. ১০টি ঘ. ১২টি

৭৭। চলন বিলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদী কোনটি?
ক. আত্রাই খ. মহানন্দা গ. করতোয়া ঘ. পদ্মা

৭৮। বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় কোনটি?
ক. হাইল খ. বানিয়াচং
গ. দেখার হাওয়া ঘ. টাঙ্গুয়ার হাওড়

৭৯। আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম দেশ?
ক. ৭ম খ. ৯ম গ. ৯০ তম ঘ. ৩২ তম

৮০। বাংলাদেশের সর্বপশ্চিমের জেলা কোনটি?
ক. সাতক্ষীরা খ. বাগেরহাট
গ. ক+খ ঘ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৮১। মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের কতটি জেলার সীমান্ড় যোগাযোগ রয়েছে?
ক. একটি খ. দুইটি গ. তিনটি ঘ. চারটি

৮২। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. নোয়াখালী খ. কক্সবাজার
গ. সাতক্ষীরা ঘ. বাগেরহাট

৮৩। সোপান অঞ্চল কি?
ক. চতুরভূমি খ. গভীর অরণ্য
গ. পাহাড়ী সমভূমি ঘ. ব-দ্বীপ অঞ্চল

৮৪। "ভোমরা" স্থল বন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ক. নোয়াখালী খ. যশোর
গ. রংপুর ঘ. সাতক্ষীরা

৮৫। বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী হচ্ছে-
ক. পদ্মা খ. সুরমা গ. যমুনা ঘ. মেঘনা

৮৬। বাংলাদেশের জলাভূমিতে উৎপত্তি এবং বাংলাদেশের একমাত্র নদী যা ভারতে প্রবেশ করে, সেটি হচ্ছে-
ক. মাতামুহুরী খ. হালদা
গ. বালেশ্বর ঘ. কোনটিই নয়

৮৭। নিউমুর কি?
ক. বিরোধপূর্ণ দ্বীপ খ. নদী
গ. গভীর অরণ্য ঘ. পাহাড়

৮৮। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. মেঘনা নদী খ. নাফ নদী
গ. হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ঘ. কর্ণফুলী নদী

৮৯। 'মশালডাঙ্গা' ছিটমহলে কোন্ জেলায় অবস্থিত?
ক. কুড়িগ্রাম খ. লালমনিরহাট
গ. সিলেট ঘ. সাতক্ষীরা

৯০। তিতাস একটি-
ক. নদীর নাম খ. উপজেলার নাম
গ. গ্যাসক্ষেত্র ঘ. সবগুলোই

৯১। সন্দীপ কোন জেলার সাথে সম্পৃক্ত?
ক. নোয়াখালী খ. ভোলা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. কক্সবাজার

৯২। নিম্নের কোন নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়নি?
ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. কর্ণফুলি ঘ. পশুর

৯৩। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে কি নামে পরিচিত?
ক. টিলা খ. পাহাড় গ. গিরি ঘ. ঢিবি

৯৪। বাংলাদেশের কোথায় উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে?
ক. সুন্দরবন খ. সীতাকুন্ড
গ. কক্সবাজার ঘ. নাটোর

৯৫। কোন দ্বীপে গন্ধক পাওয়া যায়?
ক. সেন্টমার্টিন খ. কুতুবদিয়া

গ. সন্দীপ ঘ. মহেশখালী

৯৬। টাঙ্গুয়ার হাওড়কে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয় কবে?
ক. ১৯৯৯ সালে খ. ২০০০ সালে
গ. ২০০১ সালে ঘ. ২০০২ সালে

৯৭। বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার এ তিন দেশের সীমান্ড় মিলিত হয়েছে বাংলাদেশের কোন জেলায়?
ক. বান্দরবান খ. খাগড়াছড়ি
গ. কক্সবাজার ঘ. রাঙ্গামাটি

৯৮। মেঘনা নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে কোথায়?
ক. আজমিরিগঞ্জ খ. দেওয়ানগঞ্জ
গ. ভৈরব ঘ. ফেঞ্চুগঞ্জ

৯৯। বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ কোনটি?
ক. মহেশখালী খ. কুতুবখালী
গ. সন্দীপ ঘ. সেন্টমার্টিন

১০০। বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমান্ড় সংযোগ নেই?
ক. খুলনা খ. বরিশাল গ. ঢাকা ঘ. চট্টগ্রাম

১০১। নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরটি কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. ধলেশ্বরী খ. বুড়িগঙ্গা গ. শীতলক্ষ্যা ঘ. পদ্মা

১০২। পর্তুগীজরা বাংলা ভূ-খন্ডের কোন দ্বীপে বসবাস করত?
ক. নিঝুম দ্বীপ খ. মনপুরা দ্বীপ
গ. সেন্টমার্টিন দ্বীপ ঘ. সোনাদিয়া দ্বীপ

১০৩। পদ্মা নদীর প্রাচীন নাম-
ক. কীর্তিনাশা খ. নলিনী গ. গঙ্গা ঘ. ভাগিরথী

১০৪। চালনা বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. ভৈরব খ. পদ্মা গ. পশুর ঘ. মেঘনা

১০৫। বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত স্থান কোনটি?
ক. তেতুলিয়া খ. বাংলাবান্ধা
গ. টেকনাফ ঘ. পঞ্চগড়

১০৬। "ঠাকুরগাঁও" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. কংশ খ. যমুনা গ. টাঙ্গন ঘ. সুরমা

১০৭। "কুলাউড়া পাহাড়" কোথায় অবস্থিত?
ক. বান্দরবান খ. মৌলভীবাজার
গ. খাগড়াছড়ি ঘ. সিলেট

১০৮। "তাজিং ডং" এর উচ্চতা কত?
ক. ২,৯২৮ ফুট খ. ৪,০৩৯ ফুট
গ. ৪,২৯৮ ফুট ঘ. ২,৩৯০ ফুট

১০৯। "মনপুরা দ্বীপ" কোথায় অবস্থিত?
ক. পটুয়াখালী খ. ভোলা
গ. শেরপুর ঘ. নাটোর

১১০। বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
(বিঃ দ্রঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১ অনুসারে হবে)
ক. ৮৩৪ জন খ. ৯৫৩ জন
গ. ৯৭৭ জন ঘ. ৭২৪ জন

১১১। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে কোন জেলার লোক?
ক. ঢাকা খ. কুষ্টিয়া
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

১১২। পদ্মা নদী কোথায় যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়?
ক. চাঁদপুর খ. গোয়ালন্দ
গ. আজমিরিগঞ্জ ঘ. সিরাজগঞ্জ

১১৩। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর সম্মিলিত প্রবাহ/স্রোত কোনটি?
ক. কালনী খ. সুরমা গ. কুশিয়ারা ঘ. বরাক

১১৪। সুরমা ও কুশিয়ারা সম্মিলিত প্রবাহ 'কালনী নদী' কোথায় মেঘনা নাম ধারণ করে?
ক. ভৈরব বাজারের নিকট খ. আজমিরিগঞ্জ
গ. চাঁদপুর ঘ. হবিগঞ্জ

১১৫। মেঘনা নদী কোথায় পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়ে পুনরায় মেঘনা নাম ধারন করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে?
ক. ভৈরব বাজার খ. চাঁদপুর
গ. সিলেট ঘ. আজমিরিগঞ্জ

১১৬। বাংলাদেশের জোয়ারহীন নদীর কোনটি?
ক. হালদা খ. সাঙ্গু গ. গোমতি ঘ. আত্রাই

১১৭। বাংলাদেশের কোন নদীতে চরের সংখ্যা বেশি?
ক. যমুনা খ. মেঘনা গ. পদ্মা ঘ. ব্রাহ্মপুত্র

১১৮। বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী-
ক. পদ্মা খ. সুরমা গ. ব্রাহ্মপুত্র ঘ. মেঘনা

১১৯। পদ্মা নদীর প্রাচীন নাম কোনটি?
ক. নলিনী খ. কীর্তিনাশা গ. দোলাই ঘ. জোনাই

১২০। বাংলাদেশের একমাত্র নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. ফরিদপুর গ. চাঁদপুর ঘ. চট্টগ্রাম

১২১। ভারতের নাগা মনিপুরের জল বিভাজিকায় উৎপন্ন হয়েছে কোন নদী?
ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. তিস্ড়া ঘ. করতোয়া

১২২। বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি এবং সমাপ্তি নদী কোনটি?
ক. হালদা খ. সাঙ্গু গ. কর্ণফুলি ঘ. রূপসা

১২৩। আয়তনে বালাদেশের ছোট বিভাগ কোনটি?
ক. খুলনা খ. সিলেট গ. বরিশাল ঘ. কুমিল-া

১২৪। আয়তনে বাংলাদেশের বড় জেলা কোনটি?
ক. বরিশাল খ. পটুয়াখালী
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. কোনটিই নয়

১২৫। জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ছোট জেলা কোনটি?
ক. বরিশাল খ. পটুয়াখালী
গ. রাঙ্গমাটি ঘ. বান্দরবান

১২৬। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ড়বর্তী জেলা কতটি?
ক. ৩০টি খ. ৩১টি গ. ৩২টি ঘ. ৩৩টি

১২৭। রৌমারী সীমান্ড়বর্তী স্থানটি কোথায় অবস্থিত?
ক. যশোর খ. কুড়িগ্রাম
গ. সিলেট ঘ. লালমনির হাট

১২৮। বিলোনিয়া ও মহুরীগঞ্জ সীমান্ড় দুটি কোথায় অবস্থিত?
ক. ফেনী খ. মৌলভীবাজার
গ. নোয়াখালী ঘ. কুমিল-া

১২৯। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র সীমা কত?
ক. ২০০ নটিক্যাল মাইল খ. ১২ নটিক্যাল মাইল
গ. ৭০ নটিক্যাল মাইল ঘ. ৮৫ নটিক্যাল মাইল

১৩০। ভারত কবে বাংলাদেশের জন্য তিনবিঘা করিডোর খুলে দেয়?
ক. ২৫ জুন, ১৯৯২ খ. ২৬ জুন, ১৯৯২
গ. ২৭ জুন, ১৯৯২ ঘ. ২৮ জুন, ১৯৯২

১৩১। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা কোনটি?
ক. কক্সবাজার খ. পটুয়াখালী
গ. বান্দরবান ঘ. টেকনাফ

১৩২। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিনের স্থান কোনটি?
ক. সেন্টমার্টিন খ. ছেঁড়াদ্বীপ
গ. কক্সবাজার ঘ. কুয়াকাটা

১৩৩। পাদুয়া, প্রতাপপুর, ঘোয়াইনঘাট, সোনারহাট সীমান্তগুলো কোথায় অবস্থিত?
ক. কুড়িগ্রাম খ. জয়পুরহাট
গ. ফেনী ঘ. সিলেট

১৩৪। বাংলাদেশের আবহাওয়া কেন্দ্র কয়টি?
ক. ৪টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ১টি

১৩৫। বাংলাদেশের আবহাওয়া অফিস কতটি?
ক. ৩৫টি খ. ৩৬টি গ. ৩৭টি ঘ. ৩৮টি

১৩৬। বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় কোথায়?
ক. সিলেটের লালখানে খ. নাটোরের লালপুরে
গ. ঢাকায় ঘ. চট্টগ্রামে

১৩৭। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কত?
ক. ২০১ সে.মি. খ. ২০২ সে.মি.
গ. ২০৩ সে.মি. ঘ. ২০৪ সে.মি.

১৩৮। বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান কোনটি?
ক. নাটোরের লালপুরে খ. রাজশাহী
গ. সিলেট ঘ. চট্টগ্রাম

১৩৯। বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা কোনটি?
ক. সিলেট খ. রাজশাহী গ. কুমিল-া ঘ. ঢাকা

১৪০। বাংলাদেশের শীতলতম স্থান কোনটি?
ক. নাটোরে খ. শ্রীমঙ্গল গ. সিলেট ঘ. বান্দরবান

১৪১। বাংলাদেশের শীতলতম জেলা কোনটি?
ক. কুমিল-া খ. ঢাকা গ. সিলেট ঘ. চট্টগ্রাম

১৪২। বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস কোনটি?
ক. মার্চ খ. এপ্রিল গ. জানুয়ারি ঘ. জুন

১৪৩। বাংলাদেশের শীতলতম মাস কয়টি?
ক. ডিসেম্বর খ. জানুয়ারি
গ. ফেব্রুয়ারি ঘ. কোনটিই নয়

১৪৪। বাংলাদেশের মোট ঋতু কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৬টি গ. ৭টি ঘ. ৪টি

১৪৫। SPARSPO কোথায় অবস্থিত?
ক. হালদা খ. সাঙ্গু গ. কর্ণফুলি ঘ. রূপসা

১৪৬। SPARSPO কোন মন্ত্রনালয়ের অধীনে?
ক. প্রতিরক্ষা খ. স্বরাষ্ট্র
গ. যোগাযোগ ঘ. ধর্ম

১৪৭। কুমিলণ্ডার দুঃখ বলা হয় কোন নদীকে?
ক. পদ্মা খ. মেঘনা গ. যমুনা ঘ. গোমতী

১৪৮। কোন নদীটি একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়?
ক. জোনাই খ. মধুমতি গ. সুগন্ধা ঘ. রূপসা

১৪৯। গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়ায় বায়ু মন্ডলের কি ধরনের পরিবর্তন হয়?
ক. তাপমাত্রা হ্রাস পায় খ. তাপমাত্রা বেড়ে যায়
গ. তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে ঘ. কোনটিই নয়

১৫০। বাংলাদেশের একমাত্র 'ট্রানজিট পয়েন্ট বাংলাবান্ধা কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. লালমনিরহাট খ. পঞ্চগড়
গ. রংপুর ঘ. নীলফামারী

১৫১। পীট মাটি কোথায় পাওয়া যায়–
ক. মাদারীপুর খ. ফরিদপুর
গ. গাজীপুর ঘ. শফিপুর

১৫২। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে "বাকল্যান্ড বাঁধ" নির্মাণ করা হয় কবে?
ক. ১৮৬৪ খ. ১৮৬৮ গ. ১৯৬৪ ঘ. ১৯৭০

১৫৩। বাংলাদেশ আভ্যান্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (BIWTC) এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
ক. চট্টগ্রাম খ. খুলনা গ. নারায়নগঞ্জ ঘ. ঢাকা

১৫৪। বাংলাদেশের তৈরি পোষাক সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করা হয় কোন দেশে?
ক. জাপানে খ. বৃটেনে
গ. রাশিয়ায় ঘ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

১৫৫। বাংলাদেশের কোন জেলাকে "হিমালয়ের কন্যা" বলা হয়?
ক. পঞ্চগড় খ. বরিশাল গ. সিলেট ঘ. পটুয়াখালি

১৫৬। 'কলারোয়া' স্থল বন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ক. যশোর খ. সাতক্ষীরা গ. খুলনা ঘ. সিলেট

উত্তরমালা

০১। খ	০২। খ	০৩। গ	০৪। ক	০৫। খ	০৬। খ	০৭। খ
০৮। গ	০৯। গ	১০। ক	১১। খ	১২। ক	১৩। গ	১৪। ঘ
১৫। ক	১৬। ক	১৭। ঘ	১৮। খ	১৯। গ	২০। ক	২১। খ
২২। খ	২৩। গ	২৪। ঘ	২৫। ক	২৬। খ	২৭। খ	২৮। খ
২৯। গ	৩০। ঘ	৩১। ঘ	৩২। গ	৩৩। ক	৩৪। গ	৩৫। ঘ
৩৬। গ	৩৭। খ	৩৮। ঘ	৩৯। গ	৪০। ঘ	৪১। গ	৪২। ক
৪৩। খ	৪৪। ঘ	৪৫। ঘ	৪৬। ক	৪৭। গ	৪৮। খ	৪৯। খ
৫০। ঘ	৫১। খ	৫২। ক	৫৩। খ	৫৪। গ	৫৫। ক	৫৬। গ
৫৭। খ	৫৮। ঘ	৫৯। ক	৬০। গ	৬১। খ	৬২। ঘ	৬৩। ঘ
৬৪। খ	৬৫। খ	৬৬। ক	৬৭। ক	৬৮। গ	৬৯। খ	৭০। খ
৭১। খ	৭২। খ	৭৩। ক	৭৪। ক	৭৫। গ	৭৬। গ	৭৭। ক
৭৮। ঘ	৭৯। গ	৮০। ঘ	৮১। গ	৮২। গ	৮৩। ক	৮৪। গ
৮৫। ঘ	৮৬। ঘ	৮৭। ক	৮৮। ঘ	৮৯। ক	৯০। ঘ	৯১। গ
৯২। ক	৯৩। ক	৯৪। খ	৯৫। খ	৯৬। খ	৯৭। ঘ	৯৮। গ
৯৯। ক	১০০। খ	১০১। গ	১০২। খ	১০৩। ক	১০৪। গ	
১০৫। খ	১০৬। গ	১০৭। খ	১০৮। খ	১০৯। খ	১১০। *	
১১১। গ	১১২। খ	১১৩। ক	১১৪। ক	১১৫। খ	১১৬। গ	
১১৭। ক	১১৮। ঘ	১১৯। খ	১২০। খ	১২১। গ	১২২। ক	
১২৩। খ	১২৪। গ	১২৫। ঘ	১২৬। ক	১২৭। খ	১২৮। ক	
১২৯। খ	১৩০। খ	১৩১। ক	১৩২। খ	১৩৩। ঘ	১৩৪। ক	
১৩৫। ক	১৩৬। খ	১৩৭। গ	১৩৮। ক	১৩৯। খ	১৪০। খ	
১৪১। গ	১৪২। খ	১৪৩। খ	১৪৪। খ	১৪৫। খ	১৪৬। ক	
১৪৭। ঘ	১৪৮। ঘ	১৪৯। খ	১৫০। খ	১৫১। খ	১৫২। ক	
১৫৩। ঘ	১৫৪। ঘ	১৫৫। ক	১৫৬। খ			

লেকচার- ০৪

বাংলাদেশের সম্পদসমূহ

কৃষি সম্পদ

তথ্যপ্রবাহ.....

লেকচার-০৩ ৪৬ তম BCS প্রিলিমিনারি

- ২০০৮ এ অনুষ্ঠিত কৃষি শুমারীর রিপোর্ট ২০০৯ সালে জুন মাসে প্রকাশ করা হয়–বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত নব্য প্রতিষ্ঠিত(২৩ এপ্রিল ২০০৮) ফাউন্ডেশন–বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন। 'সুন্দরবন দিবস' পালিত হয়–১৪ ফেব্রুয়ারী।
- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য- ধান।
- বাংলাদেশের শস্য ভান্ডার বলা হয়–বরিশালকে।
- বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ- ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর (প্রায়)।
- বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন মৌসুমে মোট উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হচ্ছে–৫৩টি। এর মধ্যে ৪৭টি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ৩টি আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ২টি বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং একটি ধানের জাত (পূর্বাচী) চীন থেকে আনা হয়েছে।
- BRRI এর আঞ্চলিক কার্যালয় ৯টি। **বরিশাল, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, সোনাগাজী, রাজশাহী, ভাঙ্গা, রংপুর, কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরা।**
- বাংলাদেশে প্রধানত ৪ শ্রেনীর ধান রয়েছে। এগুলো হল- ক. আমন, খ. আউশ, গ. বোরো, ঘ. ইরি।
- বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির প্রায় ৭০ ভাগে ধান চাষ করা হয়।
- বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনকারী এলাকার ৯২ ভাগ এলাকায়ই ধান উৎপাদিত হয়।
- ইরাটম হচ্ছে- বাংলাদেশের একটি উন্নতমানের ধান।
- ব্রিশাইল হল- একটি উন্নতজাতের ধান।
- রবিশস্য বলতে বুঝায়- শীতকালীন শস্যকে।
- খরিপ শস্য বলতে বুঝায়- গ্রীষ্মকালীন শস্যকে।
- BARI- Bangladesh Agricultural Research Institute।
- BARI এর কাজ- কৃষি উন্নয়ন।
- BINA- Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture।
- আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে (বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে)।
- BADC- Bangladesh Agricultural Development Corporation।
- HYV- High Yield Variety।
- পাটকে সোনালী আঁশ বলা হয়।
- পাট বেশি জন্মে–রংপুরে।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট- ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশে পাট ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র- নারায়ণগঞ্জ।
- 'মেসতা' একজাতীয়–পাট।
- বাংলাদেশে প্রথম চা বাগান- সিলেটের মালনিছড়া।
- পঞ্চগড় জেলায় কোন ধরনে চা চারা লাগানো হয়–অর্গানিক।
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশ–১০তম।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ চা বাগান- পঞ্চগড়ে।
- বাংলাদেশের অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে- পঞ্চগড়ে।
- চা চাষের জন্য প্রয়োজন- অধিক বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ পাহাড়ী ঢালু অঞ্চল।
- বাংলাদেশে রাবার উৎপন্ন হয়- চট্টগ্রাম, মধুপুর, রাঙামাটি ও কক্সবাজারের রামু নামক স্থানে।
- বাংলাদেশে রাবার চাষ শুরু হয়- ১৯৬৫ সালে।
- যে ভূমিরূপটি বাংলাদেশে দেখা যায় না- মালভূমি।
- স্বর্ণাসার আবিষ্কার করেন- ড. আব্দুল খালেক।
- ১৯৮৭ সালে স্বর্ণাসার আবিস্কৃত হয়।
- জুমচাষ- পাহাড়ের ঢালে যে কৃষি চাষাবাদ হয়।
- জুমচাষ করা হয়- পাহাড়ী এলাকায়।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যান- গাজীপুর জেলার কাশেমপুরে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি খামার- ঝিনাইদহের মহেশপুরের দন্ডনগর (১৯৬২ সালে কার্যক্রম শুরু)।
- বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ- ০.২৫ একর।
- পাহাড়ী এলাকায় আনারস চাষের ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।
- 'পদ্মা' নদী ব্যতিত- উন্নত জাতের তরমুজের শস্যের বীজের নাম।
- নদী ছাড়া 'যমুনা'- মরিচ।
- স্থান ছাড়া সুমাত্রা ও ম্যানিলা- তামাক জাতীয় শস্যের নাম।
- বাহার, মানিক, রতন- উন্নতজাতের টমেটোর নাম।
- পাখি ছাড়া- ময়না উন্নতজাতের ধানের নাম।
- পাখি ছাড়া- বলাকা, দোয়েল উন্নতজাতের গমের নাম।
- নদী ছাড়া 'মহানন্দা'- উন্নত জাতের আম।
- ইররা, শুকতারা ও তারাপুরী-উন্নত জাতের বেগুন।
- রূপালী ও ডেলফোর্স–তুলা বীজ।
- বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারের বর্তমান নাম–জাতীয় কৃষি পুরস্কার।
- 'ভাস্তুরা' হচ্ছে–সারা বছর ফলনশীল একটি আম।
- বাহার, মানিক রতন–টমেটো বীজ।
- বর্ণালী, শুভ্রা–ভুট্টার বীজ।
- অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, অমৃত সাগর, মেহের সাগর–কলার বীজ।
- সফল ও অগ্রণী–উন্নত জাতের সরিষা।
- পাহাড়ী এলাকায় আনারস চাষের ফলে–মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

যেসব জেলায় যেসব ফসল বেশি জন্মায়

তথ্যপ্রবাহ.....

ফসলের নাম	জেলা
ধান	ময়মনসিংহ
চা	মৌলভীবাজার

গম	রংপুর
পাট	রংপুর
তুলা	যশোর
তামাক	রংপুর
রেশম	নবাবগঞ্জ (রাজশাহী)
আনারস	রাঙামাটি ও সিলেট
নারিকেল	বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী, যশোর

কয়েকটি গবেষণা কেন্দ্র এবং তাদের অবস্থান

তথ্যপ্রবাহ.....

বাংলদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)	গাজীপুরের জয়দেবপুর
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)	গাজীপুরের জয়দেবপুর
আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	ম্যানিলা, ফিলিপাইন
আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর
বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	শেরে বাংলা নগর,ঢাকা
আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা	ঢাকা
মৃত্তিকা গবেষণা কেন্দ্র	ঢাকা
রেশম গবেষণা কেন্দ্র	রাজশাহী
মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র। (স্বাদু)	ময়মনসিংহ
বন গবেষণা কেন্দ্র	চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ নদী গবেষণা কেন্দ্র	ফরিদপুর
চা গবেষণা কেন্দ্র	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
তাঁত গবেষণা কেন্দ্র	নরসিংদী
রাবার গবেষণা কেন্দ্র	কক্সবাজার
বাংলাদেশে ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা
বাংলাদেশের ডাল গবেষণা কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা
বাংলাদেশের মসলা গবেষণা কেন্দ্র	বগুড়া
বাংলাদেশের আম গবেষণা কেন্দ্র	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গম গবেষণা কেন্দ্র	দিনাজপুর
গবাদী পশু গবেষণা কেন্দ্র	সাভার, ঢাকা
মহিষ গবেষণা কেন্দ্র	বাগেরহাট
ছাগল গবেষণা কেন্দ্র	টিলাগড়, সিলেট
হরিণ গবেষণা কেন্দ্র	ডুলহাজরা,
	কক্সবাজার
মাছ গবেষণা কেন্দ্র (ইলিশ)	চাঁদপুর

খনিজ সম্পদ

- দেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্রটির নাম–সাঙ্গু।
- বাংলাদেশের চীন মাটি পাওয়া যায়–নেত্রকোনায় বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, চট্টগ্রামের পটিয়ায়।
- বাংলাদেশে কয়লা পাওয়া যায়–দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া, দীঘিপাড়ায় ফুলবাড়ি, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ, নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ, সিলেটের লালঘাট ও টেকের হাট, ফরিদপুরের চান্দা ও রাখিয়া বিল, খুলনার কোলা বিলে।
- চীনামাটি মজুদ রয়েছে–নেত্রকোনার বিজয়পুরে।
- বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলের ইনানী নামন স্থানে পারমাণবিক খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।
- খনিজ তেল–জটিল হাইড্রোকার্বন সমূহের মিশ্রণ।
- তেল-মানচিত্রে সুন্দরবন অঞ্চল কত নম্বরে বণ্টকের অন্তর্ভুক্ত– ৫ ও ৭ নম্বর বণ্টকে।
- দেশের প্রথম সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বৃহত্তম স্বয়ক্রিয় 'লুবঅয়ের বেণ্টডিং পণ্টান্টটির' উদ্বোধন করা হয়–চট্টগ্রামের পতেঙ্গাতে।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিগি. কবে থেকে সবুজ রঙ মিশ্রিত কেরোসিন বাজারে ছেড়েছে–১ জুলাই, ২০০৩।
- চুনাপাথর কোথায় কোথায় মজুদ আছে–সিলেটের টাকেরহাট, ভাঙ্গারহাট, লালঘাট এবং বাগালি বাজার। বগুড়ার জয়পুরহাটে, চট্টগ্রামের সেন্টমার্টিন এবং নওগাঁ জেলার জাহানপুর ও পরানপুর।
- চুনাপাথর যে কাজে ব্যবহৃত হয়–সিমেন্ট, ইস্পাত, শিল্প, গৃহ নির্মাণ, কাঁচ প্রভৃতি তৈরিতে।
- দেশের সর্বপ্রথম প্রবাল জাতীয় চুনাপাথর পাওয়া যায়–১৯৫৮ সালে, সেন্টমার্টিনে দ্বীপে।
- টাকেরঘাট হতে চুনাপাথর উৎপাদন শুরু হয়–১৯৬৫ সাল থেকে।
- জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি প্রকল্প পরীক্ষার কাজ শুরু হয়–১৯৯৬ সালে।
- জয়পুরহাট চুনাপাথর খনি প্রকল্প হতে বছরে চুনাপাথর পাওয়া যায়–১৬ লাখ টন।
- বাংলাদেশে ইউরোনিয়াম আকরিকের সন্ধান পাওয়া যায়–মৌলভীবাজারে কুলাউড়ায় ৪ জুন, ১৯৯৪।
- বাংলাদেশের গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে–কুতুবদিয়ায়।
- কয়লা মজুদ আছে–বগুড়া জামালগঞ্জ, দিনাজপুর, ও সিলেটে।
- পিটের (কয়লা) সন্ধান পাওয়া গিয়েছে–ফরিদপুরের বাঘিয়াচন্দ বিলে শুষ্ক অবস্থায়, খুলনার কোলা মৌজায়।
- দেশের প্রথম কয়লা খনি কার্যক্রম শুরু হয়–বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি, দিনাজপুর; ২৩ এপ্রিল, ২০০৩।
- বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ কয়লা সম্পদের অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণিত হয়–১৯৫৯ সালে।

- পিট (কয়লা) ব্যবহৃত হয়–গৃহস্থালীর কাজে এবং শিল্পে।
- বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি অবস্থিত–দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার চৌহলি গ্রামে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের হীরক ও স্বর্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বড় পুকুরিয়ায়।
- ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর কয়লাখনির সন্ধান পাওয়া গেছে–দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলা শহরে। এখান থেকে কয়লা উত্তোলন শুর" হলে এটি হবে দেশের দ্বিতীয় কয়লা খনি।
- দিনজার ফুলবাড়িতে আবিস্কৃত কয়লা খনিতে মজুদ কয়লার পরিমাণ–প্রায় ৪৫ কোটি টন। যা বড় পুকুরিয়া মজুদ কয়লার প্রায় দেড়গুণ বেশি।
- মধ্যপাড়া শিলা প্রকল্পের উদ্বোধন হয়–২০ অক্টোবর, ১৯৯৪।
- মূল্যবান ধাতব খনিজ ম্যাঙ্গানিজ, ভোলফ্রাম, টেনটাল, দস্ড় প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায়– মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্পে।
- ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ সম্প্রতি একটি নয়া কঠিন শিলা খনি আবিষ্কার করে–পার্বততীপুর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে।
- 'মধ্যপাড়া কঠিন শিলার' উন্নয়ন কাজ করেছে উত্তর কোরিয়ার 'নাম নাম' প্রতিষ্ঠান।
- প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে- প্রকৃতিতে তৈরী হাইড্রোকার্বন।
- প্রথম গ্যাস / তেল অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়- ১৯১০ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে।
- ছাতকে গ্যাস আবিস্কৃত হয়- ১৯৫৯ সালে।
- পেট্রোলিয়াম আইন পাস হয়েছে- ১৯৭৪ সালে।
- পি.এস.সি পূর্ণরূপ- (Production Sharing Contract) প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের চূড়ান্ড় উৎপাদন বন্টন চুক্তি।
- CNG- Compressed Natural Gas।
- LPG- Liquefied Petroleum Gas।
- বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার- 'ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড' চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়।
- বাংলাদেশে মোট গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা- ২৫টি (সর্বশেষ- কুমিল- ার ভাঙ্গুরা)।
- সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র- ১৬ নং বণ্ডকে পড়েছে।
- সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড থেকে সরাসরি জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হয়- ১২ জুন ১৯৯৮ সালে।
- ঢাকায় সরবরাহকৃত গ্যাস আসে- তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র থেকে।
- তিতাস-ঢাকা গ্যাস লাইনের দৈর্ঘ্য- ৯০ কিলোমিটার।
- দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয়- তিতাস থেকে।
- ১৯৯৭ সালে ১৪ জুন অগ্নিকান্ড ঘটে- মাগুরছড়া গ্যাস ক্ষেত্রে।
- মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানায় অবস্থিত।
- মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র ড্রিলিং করে- অক্সিডেন্টাল কোম্পানি।
- বাংলাদেশে প্রথম খনিজ তেল আবিস্কৃত হয়- ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে (সিলেটের হরিপুরে)।
- বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ কয়লা সম্পদের অস্ড়িত্ব প্রথম প্রমাণিত হয়- ১৯৫৯ সালে।
- পেট্রোবাংলা যে পরিত্যক্ত গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাসের সন্ধান পায়- ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রে।
- বাংলাদেশের গন্ধকের সন্ধান পাওয়া যায়- কুতুবদিয়ায়।
- কানাডিয়ান তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী কোম্পানির নাম- নাইকো ।
- টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ডের পরিচালনার দায়িত্বে কোম্পানী ছিল- নাইকো।
- গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপেণ্ডারেশন (বাপেক্স) পূর্ণাঙ্গ তেল গ্যাস কোম্পানীতে রূপান্ড়রিত হয়- ১৬ জুন ২০০০ সালে।
- বাংলাদেশে হীরক ও স্বর্ণ প্রাপ্তির সম্ভবনা আছে- বড়পুকুরিয়ায়।
- সুন্দরবন এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্বরত কোম্পানীর নাম- শেল।
- বাংলাদেশের দীঘিপাড়া ও নওগাঁর পত্নীতলার কয়লা খনিতে রূপা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- বাংলাদেশের দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কয়লা খনিতে দস্ড় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

০১। বড়পুকুরিয়া কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. দিনাজপুর খ.সলেট
গ. গোপালগঞ্জ ঘ. রংপুর

০২। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির আয়তন কত?
ক. ৫.২৫ বর্গ কি. মি. খ.৭.২০বর্গকি.মি.
গ. ৩.২ বর্গ কি. মি. ঘ. ৪.০০ বর্গ কি. মি.

০৩। হরিপুরে তেল ক্ষেত্রটি কোন সালে আবিস্কৃত হয়?
ক. ১৯৫৫ খ.১৯৮৬
গ. ১৯৯৬ ঘ. ১৯৫২

০৪। বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হয়
ক. ১৯৫০ সালে খ.১৯৫৫সালে
গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫৮ সালে

০৫। রাণীপুকুর কয়লাক্ষেত্র বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত ?
ক. কুমিল- া খ.দিনাজপুর গ. বগুড়া ঘ. রংপুর

০৬। মধ্যপাড়া কঠিন শিলাখনি কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. সিলেট খ. রংপুর গ. দিনাজপুর ঘ. জয়পুরহাট

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	খ	৪	খ	৫	খ
				৬	গ				

কতিপয় গ্যাসক্ষেত্রের অবস্থান

তথ্যপ্রবাহ.....

গ্যাসক্ষেত্র	অবস্থান
তিতাস	ব্রাহ্মনবাড়িয়া
বাখরাবাদ	কুমিল- া

সেমুতাং	খাগড়াছড়ি
কুতুবদিয়া	কক্সবাজার
কামতা	গাজীপুর
বিয়ানীবাজার	সিলেট
মেঘনা	মরিচাকান্দি, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
বিবিয়ানা	মৌলভীবাজার
কৈলাসটিয়া	সিলেট
সালদা	ব্রাহ্মনবাড়িয়া
ছাতক	সুনামগঞ্জ
কাড্ডাছড়ি	ময়মনসিংহ

কোনটি কোথায় বেশি পাওয়া যায়

তথ্যপ্রবাহ.....

ধরণ	কোথায় বেশি পাওয়া যায়
প্রাকৃতিক গ্যাস	তিতাস, ব্রাহ্মনবাড়িয়া (মজুদ)
খনিজ তেল	হরিপুর, সিলেট
চুনাপাথর	সিলেটের টাকেরহাট, জাফলং ও সেন্টমার্টিন
প্রবাল পাথর	সেন্টমার্টিন
চীনামাটি	বিজয়পুর, পত্নীতলা, পটিয়া
কয়লা	বড় পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট
কঠিন শিলা	রংপুরের বদরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়া
তেজস্ক্রিয় বালু	কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত
ইউরেনিয়াম	কুলাউড়া পাহাড়, মৌলভীবাজার
সিলিকা বালি	চৌদ্দগ্রাম, কুমিলণ্ঢা, শাহজীবাজার, হবিগঞ্জ

বিদ্যুৎ শক্তি

তথ্যপ্রবাহ.....

- ঢাকায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতি প্রচলন শুর" হয়- ৭ ডিসেম্বর, ১৯০১ সালে। (আহসান মঞ্জিল)
- বাংলাদেশে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র- ১০টি।
- সবচেয়ে বড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র- ভেড়ামাড়া, কুষ্টিয়া।
- বাংলাদেশে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র- ১টি।
- বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নাম- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (কর্ণফুলী নদীর উপর)।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হয়- ১৯৬২ সালে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত- রাঙ্গামাটি জেলায়।
- বাংলাদেশের আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম- রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৬১ সাল) পাবনা জেলায়।
- বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়- নরসিংদী জেলায়।
- পলণ্টী বিদ্যুৎ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে ।
- বেসরকারী খাতে দেশে স্থাপিত প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র- খুলনা বার্জমাউন্টেড।
- খুলনা বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়- ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সালে।
- সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়িতে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম- বিজয়ের আলো (বেসরকারী খাতে দ্বিতীয়)।
- বিজয়ের আলো আনা হয়- মালয়েশিয়ার লাবুয়ান দ্বীপ হতে।
- সরকার প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দিবে বলে ঘোষণা করে- ২০২০ সালের মধ্যে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তর বেসরকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্র- মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র- সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশে প্রথম কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র- দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া।
- ঢাকা মহানগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের নাম- ডেসা।
- ডেসা চালু হয়- ১ অক্টোবর, ১৯৯১ সাল।
- বাতাস থেকে বিদ্যুত উৎপাদন যন্ত্রের নাম- উইন্ডমিল।
- REB- Rural Electrification Board।
- REB প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- BPDB- Bangladesh Power Development Board।

বনজ সম্পদ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ- ২৫ লক্ষ হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গ কিঃ মিঃ (প্রায়)।
- বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ- .০২ হেক্টর।
- কোন দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সেই দেশের বনভূমি থাকা প্রয়োজন- শতকরা ২৫ ভাগ।
- সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে মোট বনভূমি রয়েছে- ১৭.৫০% (প্রায়)।
- বাংলাদেশের বনভূমিকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-
  ১. পাহাড়ী বনাঞ্চল,
  ২. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল,
  ৩. সমতল এলাকার শালবন
  ৪. গ্রামীণ বন।
- UNESCO সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের' অংশ হিসেবে ঘোষণা করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে (৫২২ তম)।
- একক হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বন- সুন্দরবন।
- সুন্দরবনের আয়তন- ৫৫৭৫ বর্গ কিঃ মিঃ বা ২৪০০ মাইল।
- সুন্দরবনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশ পড়েছে।

- সুন্দরবন বাংলাদেশের ৫টি জেলাকে স্পর্শ করেছে।
- বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম বনাঞ্চল- মধুপুর বনাঞ্চল।
- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলাতে কোন রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে- ৭টি জেলায়।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম বৃক্ষ-বৈলাম বৃক্ষ।
- বৈলাম বৃক্ষ জন্মে- বান্দরবান বনাঞ্চলে।
- 'উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী' বনাঞ্চল করা হয়েছে- ১০টি জেলায়।
- বাংলাদেশে বন গবেষণা কেন্দ্র- চট্টগ্রাম।
- 'ম্যানগ্রোভ'- লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মত এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট গাছ।
- 'ম্যানগ্রোভ' দেখতে পাওয়া যায়-সুন্দরবন ও কক্সবাজারের উপকূলীয় জলাভূমিতে।
- পৃথিবীর বৃহত্তম 'ম্যানগ্রোভ' বন- বাংলাদেশের সুন্দরবন।
- পৃথিবীর বিখ্যাত টাইডান বনভূমি- সুন্দরবন
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে- চট্টগ্রাম বিভাগ।
- বিভাগ অনুসারে সবচেয়ে কম বনভূমি রয়েছে- রাজশাহী বিভাগে।
- পরিবেশ নীতি ঘোষণা করা হয়- ১৯৯২ সালে।
- মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ের আয়তন- ৪,১০৫ বর্গ কিঃ মিঃ।
- গজারী বৃক্ষ স্থায়ীভাবে পরিচিত- শাল নামে ।
- সুন্দরবনের মৌয়ালীদের পেশা- মধু সংগ্রহ।
- বাংলাদেশের প্রথম সামাজিক বনায়নের কাজ শুর" হয়- ১৯৮১ সালে।
- পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষাকারী বনভূমির পরিমাণ বাগেরহাট জেলায় বেশি।
- ক্রান্ডীয় পাতা ঝরা বনভূমিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি।

বিভিন্ন বনভূমির প্রধান বৃক্ষ

বনভূমি	প্রধান বৃক্ষ
সুন্দরবন	সুন্দরী ও গরান
ভাওয়াল ও মধুপুরের বন	শাল
ক্রান্ডীয় বনাঞ্চল	শাল ও গজারী
সিলেট বনাঞ্চল	জার"ল, সেগুন ও মেহগনি

GK Book ***F-14*** **বিভিন্ন গাছের ব্যবহার**

গাছের নাম	ব্যবহার ক্ষেত্র
গামারী	সাম্পান ও নৌকা তৈরীতে
গর্জন	রেল লাইনের স্লিপার তৈরীতে
শাল	বৈদ্যুতিক তারের খুটি ও আসবাবপত্র তৈরীতে
ধুন্দল	পেন্সিল তৈরীতে
গেওয়া	দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তৈরীতে
গোলপাতা	ঘরের ছাউনী
বাঁশ ও ঘাস	কাগজ কলের কাচাঁমাল
সেগুন	আসবাবপত্র তৈরীতে

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. দুইশত ফুটের অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমিতে প্রাপ্ত বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃক্ষের নাম কি?
ক. বাঁশ খ. ইউক্যালিপটাশ
গ. শাল ঘ. বৈলাম

২. দেশের প্রথম সাফারি পার্ক কোথায় অবস্থিত?
ক. মাধবকুন্ডে
খ. সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে
গ. গাজীপুরে
ঘ. কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরা

৩. পরিবেশ ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে-
ক. ৭টি জেলায় খ. ৫টি জেলায়
গ. ২৮টি জেলায় ঘ. কোনটিই নয়

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ঘ	৩	ক

প্রাণিজ ও মৎস্য সম্পদ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের মৎস্য আইনে ২৩ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের র"ই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ।
- বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট- ৩টি। যথা-
  ক. স্বাদু পানির মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট (ময়মনসিংহ)
  খ. সামুদ্রিক পানির মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট (কক্সবাজার)
  গ. ইলিশ ও নদীর মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট (চাঁদপুর)।
- বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার অবস্থিত- ময়মনসিংহে।
- চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- খুলনার পাইকগাছায়।
- মাছ- প্রাণীজ আমিষ জাতীয় খাদ্য।
- মাছ রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান- ৭ম।
- White Gold- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ।
- 'Thrust Sector' বলা হয়- হিমায়িত খাদ্যকে।
- চিংড়ি চাষের জন্য 'বাংলাদেশের কুয়েত সিটি' বলা হয়- খুলনা অঞ্চলকে।
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র- **হাকালুকী**।
- বার্ডফ্লু- পাখির এক ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা।
- সোনাদ্বীপ বিখ্যাত- সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য।
- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ির অবস্থান- দ্বিতীয়।
- বাংলাদেশে মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রের সংখ্যা- ৮৬টি।
- বাংলাদেশে প্রথম গবাদি পশুতে ভ্রূণ বদল দেয়া হয়- ৬ মে ১৯৯৫ সালে।

- দুবলার চর- মাছ ও শুটকির জন্য বিখ্যাত।
- ইলিশ মাছের পোনাকে জাটকা বলে এর দৈর্ঘ্য- ২৩ সে.মি. বা ৯ ইঞ্চির নিচে।
- পুকুরে চাষ করা যায় না- ইলিশ মাছ।
- গো চারণ ভূমি রয়েছে- পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায়।
- বণ্ধ্যাক বেঙ্গল- কালো জাতের ছাগল।
- বণ্ধ্যাক কোয়াটার- গবাদি পশুর রোগ।
- বাংলাদেশের অতিথি পাখি আসে সাইবেরিয়া থেকে।
- বাংলাদেশের ১ম কুমির প্রজনন কেন্দ্র ময়মনসিংহের ভালুকায়।
- দেশের প্রথম মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র বাগেরহাটে অবস্থিত।
- বাংলাদেশে মহিষ প্রজনন কেন্দ্র বাগেরহাটে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও ছাগ খামার- সাভারে।

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. সামুদ্রিক পানির মাছ গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. ময়মনসিংহ খ. খুলনা
গ. চাঁদপুর ঘ. কক্সবাজার

২. স্বাদু পানিতে মাছের প্রজাতির সংখ্যা কত?
ক. ২৭০ খ. ২৮০
গ. ২৯০ ঘ. ২৬০

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ক

পানি সম্পদ

তথ্যপ্রবাহ.....

- আর্সেনিকের সংকেত- As.
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে- ১৯৯৩ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে- চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায়।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ড় জেলা- চাঁদপুর।
- বাংলাদেশে আর্সেনিক আক্রান্ড় জেলা- ৬১টি।
- WHO-এর মতে, আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা- ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত আর্সেনিকের মাত্রা- ১.০১ মিলিগ্রাম/লিটার।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট পণ্ঢান্ট স্থাপন করা হয়- গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ার স্বাস্থ্য কমপেণ্ঢক্সে।
- আর্সেনিক নির্মূলে বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান করে- বিশ্বব্যাংক।
- আর্সেনিক নির্মূলে বাংলাদেশকে দেশ হিশেবে সাহায্য প্রদান করে- সুইজারল্যান্ড।
- জাতীয় পানি নীতি ঘোষণা করা হয়-১৯৯৯ সালে।
- পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয- ১৯৫৯ সালে।
- জাতিসংঘ ২০০৫-২০১৫ দশককে- পানি দশক হিসেবে ঘোষণা করে।
- বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সালে।
- বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ভারতের নয়াদিলণ্ঢীর হায়দ্রাবাদ হাউজের মোঘল ডাইনিং হলে।
- বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- বাংলাদেশের পক্ষে শেখ হাসিনা, ভারতের পক্ষে দেবগৌড়া।
- বাংলাদেশ-ভারত পানি চুক্তি কত বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হয়- ৩০ বছরের জন্য।
- পানি চুক্তি ৩টি ভাষায় সম্পাদিত হয়। যথা- বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী।
- পানি চুক্তি কার্যকর হয়- ১ জানুয়ারি ১৯৯৭ সালে।
- কিউসেক হল- প্রতি ১ সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির পরিমাণ।
- বৃষ্টির পানিতে থাকে-ভিটামিন বি।
- 'ওয়ারপো'- জাতীয় পানি পরিকল্পনা সংস্থা।
- 'WRPO'- Water Resources Planning Organizations.
- BWDB- Bangladesh Water Development Board.
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প- তিস্ড়া বাঁধ প্রকল্প।

বাংলাদেশে ৪টি পানি শোধনাগার রয়েছে। যথা-

অবস্থান	উৎপাদন ক্ষমতা	নির্মাণকাল
সায়েদাবাদ, ঢাকা (সর্ববৃহৎ)	২২.৫ কোটি লিটার	২০০২ সাল
সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ	৫ কোটি লিটার	১৯২৯ সাল।
গোদানাইল, নারায়ণগঞ্জ	৩ কোটি লিটার	১৯৮৯ সাল
চাঁদনী, ঢাকা	২ কোটি লিটার	১৮৭৪ সাল

বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা

রেলপথ

তথ্যপ্রবাহ.....

- উপমহাদেশে প্রথম রেলগাড়ী চালু হয়- ১৮৫৩ সালে।
- উপমহাদেশে প্রথম রেলগাড়ী চালু করে- লর্ড ডালহৌসী।
- প্রথম রেলপথ বসানো হয়- ১৮২৫ সালে, ব্রিটেনে।
- প্রথম রেলগাড়ীতে ইঞ্জিন ব্যবহৃত হত- বাষ্পীয় ইঞ্জিন।
- বাংলাদেশে প্রথম রেললাইন স্থাপিত হয়- ১৮৬২ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম রেললাইন বসানো হয়- দর্শনা হতে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ড়।
- বাংলাদেশ রেল পরিবহনের সংস্থার নাম- বাংলাদেশ রেলওয়ে।

- বাংলাদেশে রেলপথ রয়েছে- ২ ধরনের। যথা- মিটার গেজ ও ব্রডগেজ।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে ২টি অঞ্চলে বিভক্ত- পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক সদর দপ্তর অবস্থিত- ঢাকায়।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর অবস্থিত- চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলীয় সদর দপ্তর অবস্থিত- ঢাকায়।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন- ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন।
- বাংলাদেশে একক দীর্ঘতম রেল সেতু- হার্ডিঞ্জ ব্রীজ (৫,৮৯৪ ফুট) ।
- হার্ডিঞ্জ ব্রীজ নির্মান হয়- ১৯১৫ সালে।
- হার্ডিঞ্জ ব্রীজ নির্মান করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- হার্ডিঞ্জ ব্রীজ অবস্থিত- পদ্মা নদীর উপর।
- হার্ডিঞ্জ ব্রীজ অবস্থিত- পাবনা জেলার পাকশিতে।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেল সেতু- ভৈরব ব্রীজ (১৯৩৭ সালে নির্মিত) ।
- ভৈরব ব্রীজ অবস্থিত- মেঘনা নদীর উপর।
- বাংলাদেশের বেসরকারী ট্রেন সার্ভিসের নাম- সুবর্ণ এক্সপ্রেস (১৪ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে)।
- বর্তমানে চালু আন্তঃনগর ট্রেন- ৪৮টি।
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ট্রেন চালক- সালমা খাতুন (২০০৬ সাল)।
- বাংলাদেশে রেলপথ নেই- বরিশাল, পটুয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবান, লক্ষীপুর, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, পিরোজপুর।

সড়কপথ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশে সড়ক পরিবহনে নিয়োজিত সরকারি সংস্থার নাম- বি.আর.টি.সি (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন)।
- বি.আর.টি.সি প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬১ সালে।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম সড়ক সেতু- যমুনা সেতু। যার বর্তমান নাম বঙ্গবন্ধু সেতু।
- যমুনা সেতু- পৃথিবীর ১২ তম দীর্ঘতম সেতু।
- যমুনা সেতু- এশিয়ার পঞ্চম দীর্ঘতম সেতু।
- যমুনা সেতু- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দীর্ঘ সেতু।
- যমুনা সেতুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ- দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিলোমিটার ও প্রস্থ ১৮.৫০ মিটার।
- যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য প্রথম রাজনৈতিকভাবে দাবী উত্থাপিত হয়- ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাতে।
- বঙ্গবন্ধু সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়- ১৯৯৮ সালে (উদ্বোধক- শেখ হাসিনা)।
- বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণকারী সংস্থা- হুন্দাই ইঞ্জিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (কোরিয়া)।
- বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে নিয়োজিত কোম্পানি- জ্যোমাইক (দক্ষিণ আফ্রিকার কোম্পানি)।
- বঙ্গবন্ধু সেতুর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল- নদী শাসন।
- পদ্মা সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়- ২০০১ সালে।
- রূপসা সেতুর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হয়- ২০০১ সাল।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম সড়ক সেতু - লালন শাহ্ সেতু (এর দৈর্ঘ্য ১.৮ কিঃমিঃ, প্রস্থ ১৮.০৩ মিটার)।

আকাশ পথ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশ বিমান সংস্থার নাম- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।
- বাংলাদেশ বিমান সংস্থা গঠিত হয়- ৪ জানুয়ারী, ১৯৭২ সালে।
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়- ২০০৭ সালে।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম আভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চালু হয়- ১৯৭২ সালে (ঢাকা-চট্টগ্রাম)।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্লাইট- ঢাকা-লন্ডন-ঢাকা।
- বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর- ৩টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট)।
- বাংলাদেশের প্রধান বিমান বন্দর- হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
- হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হয়- ১৯৮০ সালে।
- বাংলাদেশে বর্তমানে বিমান বন্দর- ১৪টি (এর মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক, ৬টি অভ্যন্তরীণ ও ৫টি স্টল পোর্ট)।
- বাংলাদেশে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর- সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর।
- বর্তমানে অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর রয়েছে- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার, বরিশাল, যশোর, রাজশাহী ও সৈয়দপুর।
- প্রথম বেসরকারী বিমান সংস্থা- অ্যারো বেঙ্গল এয়ারলাইন্স।
- এ্যারো বেঙ্গল এয়ারলাইন্সের প্রথম ফ্লাইট চালু হয়- ১৯৯৫ সালে, ঢাকা-বরিশাল।
- বেসরকারী খাতে বিমান সংস্থা- ৩টি। যথা- ১) এ্যারো বেঙ্গল, ২) এয়ার- পারাবাত, ৩) জি.এম.জি এয়ারলাইন্স।
- এয়ার লাইন বলা হয়- বিমান চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট পথ।
- সর্বাধিক যাত্রীবহন ক্ষমতাসম্পন্ন যাত্রীবাহী বিমান- বোয়িং ৭৪৭।
- বিমানের সম্মুখভাগে বিমান চালকের বসার স্থানকে বলা হয়- ককপিট।
- বাংলাদেশ বিমানের প্রথম মহিলা পাইলট- কানিজ ফাতেমা রোকসানা।

নৌ-পথ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের সারা বছর নাব্য ভ্রমণ নদীপথের দৈর্ঘ্য-৫,২০০ কিলোমিটার।
- বর্ষাকালে বাংলাদেশের নদীপথের দৈর্ঘ্য- ৬০০০ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের নৌ পরিবহণ সংস্থার নাম- বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্পোরেশন (BIWTC)।

- BIWTC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৮ সালে।
- BIWTC এর সদরদপ্তর অবস্থিত- ঢাকা।
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দর- ২টি। চট্টগ্রাম ও মংলা।
- নদীপথে ঢাকার সাথে সরাসরি সংযুক্ত নয়- রাঙ্গামাটি জেলাটি।
- বাংলাদেশে শিপিং কর্পোরেশন চালু হয়- ১৯৭২ সালে।
- প্রথম বাণিজ্য জাহাজ- বাংলার দূত।

বাংলাদেশের বন্দরসমূহ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশ সমুদ্র বন্দর রয়েছে- দুটি। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর।
- বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৮৭ সালে।
- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুর" করে- ১৮৮৮ সালে।
- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অবস্থিত- কর্ণফুলী নদীর তীরে।
- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে বলা হয়- বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর- মংলা সমুদ্র বন্দর।
- মংলা সমুদ্র বন্দর অবস্থিত- পশুর নদীর তীরে (বাগেরহাট)।
- মংলা সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫০ সালে।
- মংলা সমুদ্র বন্দরে বড় জাহাজের মাল খালাস করা হয়- চালনায়।
- বাংলাদেশে প্রস্ড়াবিত তৃতীয় সমুদ্র বন্দরটি স্থাপন করা হবে- নোয়াখালীতে।
- বাংলাদেশে প্রস্ড়াবিত সর্বশেষ সমুদ্র বন্দরটি স্থাপন করা হবে- সোনারদিয়া।
- বাংলাদেশে প্রধান নদীবন্দর- নারায়ণগঞ্জ।
- 'বুড়িমারী স্থল বন্দরটি' অবস্থিত- লালমনিরহাট জেলায়।
- মেঘনা নদীর তীরবর্তী বিখ্যাত নদী বন্দর- চাঁদপুর।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও প্রধান স্থল বন্দর- বেনাপোল স্থল বন্দর (যশোর জেলায়)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর-হিলি স্থল বন্দর (দিনাজপুরে)।
- 'বাংলাবান্দা স্থল বন্দর' অবস্থিত- পঞ্চগড় জেলায়।
- মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য পরিচালিত হয়- টেকনাফ স্থল বন্দর দিয়ে।
- বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে- টেকনাফ স্থল বন্দর।

বাংলাদেশের নদী বন্দর

বন্দর	যে নদীর তীরে অবস্থিত
নারায়ণগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা
ভৈরব	মেঘনা
চাঁদপুর	মেঘনা
সিরাজগঞ্জ	যমুনা
বরিশাল	কীর্তনখোলা
খুলনা	রূপসা/ ভৈরব
গোয়ালন্দ	পদ্মা

বাংলাদেশের স্থলবন্দরসমূহ

জেলা	স্থলবন্দর	জেলা	স্থলবন্দর
যশোর	বেনাপোল	পঞ্চগড়	বাংলাবন্ধা
সাতক্ষীরা	ভোমরা	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ
চুয়াডাঙ্গা	দর্শনা	সিলেট	তামাবিল
দিনাজপুর	হিলি, বিরল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া
লালমনিরহাট	বুড়িমারি	কুমিল- া	বিবিরবাজার
কক্সবাজার	টেকনাফ	নবাবগঞ্জ	সোনামসজিদ